CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 June 2022 ■ আগরতলা ১৮ জুন, ২০২২ ইং ■ ৩ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুক্রবার অবিরাম বৃষ্টিতে রাজপথ জলমগ্ন হওয়ায় আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধারে নামানো হয়েছে নৌকা। ছবি নিজস্ব।

রাজপথে ডুবল গাড়ি, বুক সমান জলে চলল নৌকা

বন্যা পরিস্থিতি, বহু পরিবার ত্রাণ শিবিরে, বন্ধ সমস্ত স্কুল-কলেজ, সতর্কতা জারি পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। সকাল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত মুশলধারে বৃষ্টিতে রাজধানী আগরতলা শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বহু মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামীকালও ভারি বৃষ্টিপাত হবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রশাসনের তরফ থেকে আগামীকাল শনিবার সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার জন্য। পুর নিগমের তরফ থকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই সাথে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও দেয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। রাজধানী আগরতলায় ৬২ বছরে রেকর্ড বৃষ্টিপাতে আজ ছিল অন্যতম। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী সকাল এগারটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ১৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামীকালও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ রয়েছে। সমস্ত পুরবাসীকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা: শৈলেশ যাদব। তাঁর দাবি, জল নিষ্কাশনে চেষ্টার ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। কিন্তু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হওয়ায় দ্রুত জল নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না।

এদিন পুর নিগমের কমিশনার জানিয়েছেন, সেকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে শহর আগরতলায় কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতি হয়েছে। শহরের মূল রাস্তাগুলি জলে থৈ থৈ করছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে বার এসোসিয়েশনের ঘর পুরো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল ব্যহত হয়েছে। বেশ কয়েকটি অফিসেও জল ঢুকে গেছে। রাস্তায় জলের পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল, একটি স্কুল বাস মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দমকল কর্মীদের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা আগরতলা শহরের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ইন্দ্রনগর আইটি ভবনে গেছেন। সেখান থেকে বিভিন্ন রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ ভোরে এবং সকাল আনুমানিক এগারটা থেকে বৃষ্টিপাতের কারণে আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সকাল এগারটা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি লাগাতর চলছে। ফলে, জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা পুরোদস্তর বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পুর নিগমের দাবি, আগরতলায় সমস্ত পাম্প হাউজ লাগাতর প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। কিন্তু, বৃষ্টির পরিণাম অত্যাধিক হওয়ায় সামাল দেওয়া মুশকিল হচ্ছে।

আজ আগরতলায় বনমালিপুর, পূর্ব থানা রোড, মহানাম অঙ্গন সরণি, জেকশন গেইট, আর এম এস চৌমুহনী, বিদুরকর্তা চৌমুহনী, কর্ণেল চৌমুহনী, হরিশ ঠাকুর রোড, বিজয়কুমার চৌমুহনী, আইজিএম চৌমুহনী, শিশু বিহার স্কুলের রাস্তা ও পেছনের গলি, ধলেশ্বর, নেতাজী চৌমুহনী, নর্থ গেইট, লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ি রোড, হারাধন সংঘ, প্রগতি রোড, শকুন্তলা রোড, মন্ত্রীবাড়ি রোড এবং চন্দ্রপুর ও বলদাখাল এলাকা জলে টই টুম্বুর। অটো কিংবা ছোট গাড়ি যাতায়াতের পক্ষে সম্ভবব হচ্ছে না। তাছাড়া, ওই রাস্তাগুলি নিয়মিত যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় শহরের অন্যান্য রাস্তায় তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলায় সেন্ট্রাল জোন এলাকায় একনাগাড়ে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টিপাতের ফলে শহরের কিছু কিছু এলাকা যেমন ওরিয়েন্ট চৌমুহনি, শকুন্তলা রোড, আর.এম.এস চৌমুহনি, গনরাজ চৌমুহনি, আই.জি.এম চৌমুহনি, ও প্যারাডাইস চৌমুহনি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই জল নিষ্কাশনের জন্য আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শহরের ১৬টি জল নিষ্কাশনী পাম্প মেশিনসহ মোবাইল পাম্প মেশিনগুলোও চালু রাখা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমানে শহরের জল নিষ্কাশনের প্রধান ড্রেইনসহ বেশিরভাগ নিষ্কাশনী নালাও পরিষ্কার রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলমগ্ন রাস্তায় বিকল বাস ৩৭ জন স্কুলছাত্রী উদ্ধার

চালকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। চালকের গাফিলতির কারণে জলমগ্ন শহরে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীরা বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। দমকল বাহিনীর কর্মীদের তত্তরতায় ৩৭ জন ছাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বৃষ্টির জলে বাসের অর্ধেকের বেশি ডুবে যাচ্ছে দেখেও চালকও কেন ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। স্কুলের প্রিন্সিপালের দাবি, ছাত্রী নিয়ে বাস স্বাভাবিকভাবেই যাচ্ছিল। কিন্তু, জলমগ্ন রাস্তায় হটাৎ ইঞ্জিন বিকল হয়ে গিয়েছিল। তাই, বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। তবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ভীষণ সহায়তা করেছেন।

আজ সকাল থেকে ভারী বর্ষণে আগরতলায় বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাতে, স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। রাজধানীর আর এম এস চৌমুহনী এলাকায় ভীষণ জল থাকা সত্বেও স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের নিয়ে ওই রাস্তা দিয়েই যান অক্সিলিয়াম স্কুলের বাস চালক। জলমগ্ন রাস্তায় বাস প্রায় অর্ধেকের বেশি ডুবে যেতেই দেখা দেয় বিপত্তি। হটাৎ গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, জলমগ্ন মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে ওই বাস।

ওই বাসে স্কুলের ৩৭ জন ছাত্রী ছিল। কিন্তু, সবচেয়ে ভয়ের কারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুনের মামলার অভিযুক্তের উপর হামলা, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। খুনের মামলার অভিযুক্তের উপর হামলা, দুটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। গুরুতর আহত গাড়িতে থাকা দুইজন। পূর্ব শত্রুতার জেরে জামিনে থাকা এক বিচারাধীন অভিযুক্তের উপর আক্রমন চালালো একদল দুষ্কৃতিকারী।

ঘটনা শুক্রবার বিকেলে নতুন বাজার থানাধীন যতনবাড়ী আইটিআই সংলগ্ন এলাকায়। দুষ্কৃতিকারীদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের ফলে কড়ইছড়া এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত তাতী ওরফে পান্ডু এবং তার মা গুরুতর ভাবে আহত হয়। দুস্কৃতিকারীরা যতনবাড়ী থেকে তীর্থমুখ মুখি দুটি ছোট গাড়িতে এসে আক্রমণ চালায়। লাঠি দিয়ে গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে নতুনবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। নতুন বাজার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে হাওড়ার জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। হাওড়া নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। তাই, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামুলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রত্যেক বছর জুন মাসে গড় বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৯৫এমএম। সেই তুলনায় এবছর শুধু আজকে সকাল এগারটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ১৪৫এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে, আগরতলায় বিভিন্ন স্থানে জল জমে রয়েছে। তাই, ৭টি শরণার্থী শিবির ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে। আরো একটি শিবির খোলার প্রস্তুতি চলছে। তবে, অযথা আতঙ্কিত হবেন না, চিন্তার কোন কারণ নেই, অভয় দিয়ে বলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাষ মেনেই সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় আট জেলায় সমস্ত জেলা শাসকদের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগামীকালও ত্রিপুরায় ভারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাকড়াবনে মা ও ছেলের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল মা ও ছেলে। ঘটনা উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবন থানার অন্তর্গত দুধপুস্কনি ৩ নাম্বার ওয়ার্ড এলাকায়। মৃত মা হল করোনা বালা দাস(৩৮)এবং ছেলে রঞ্জন দাস(১৭)।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,শুক্রবার সকালে এলাকার লোকজনরা দেখতে পায় একটি কাঁঠাল গাছে মধ্যে মা ও ছেলের দেহ দেখতে পায়। লোকজনরা জোড়া মৃতদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করলে এলাকার অন্যান্য লোকজনরা এসে সাথে সাথে খবর দেয় কাঁকড়াবন থানায়।কাঁকড়াবন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মা ও ছেলের মৃত্যুদেহটি উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়,পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল মা ও ছেলে। মৃত দেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ময়না তদন্তের পর মা ও ছেলের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে কাঁকড়াবন থানার পুলিশ একটা মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। সাতসকালে মা ও ছেলের মৃত্যু দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র দুধপুস্কনি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বাড়িতে বসেই ভোট দিলেন আশি উর্ধ ও দিব্যাঙ্গজনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রাজ্যে প্রথম বাড়ি বাড়ি ব্যালেট পেপারে ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে ৮০ উর্ধ ও দিব্যাং ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় শুক্রবার। অনেক ৮০ উর্ধ ভোটার এই প্রক্রিয়ায় ভোট দেন। এদিন বাড়িতে বসে ভোট দেন ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ মানিক সাহার মা। নিয়ম মেনে বাড়িতে বসেই নিজের অধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। ভোট দানের পর জানান বয়সের কারণে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে বাড়িতে বসেই ভোট দিতে পেরে খুশি তিনি।

নির্ধারিত ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিলে বাড়িতে পৌঁছে যাবে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মীরা। তারাই বাড়িতে ভোট দানের ব্যবস্থা করবেন। তবে সেই ভোটারকে

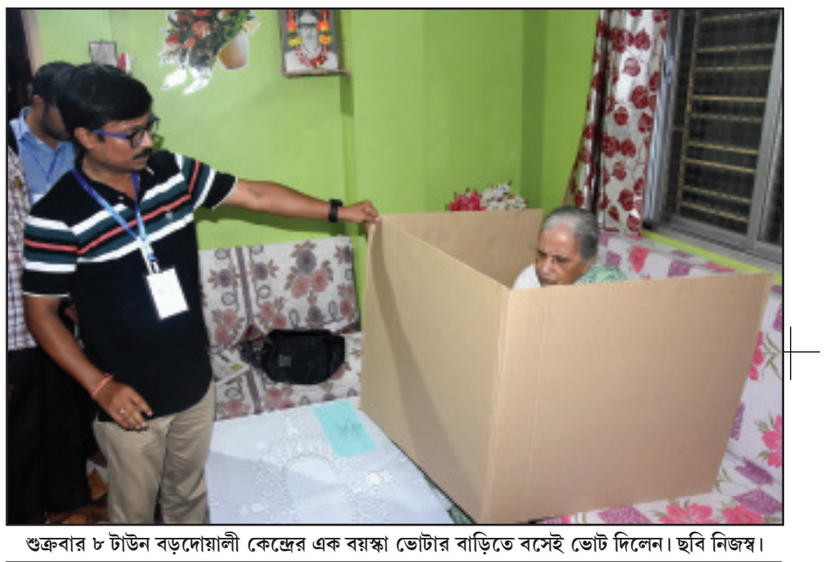

শুক্রবার ৮ টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের এক বয়স্কা ভোটার বাড়িতে বসেই ভোট দিলেন। ছবি নিজস্ব।

হতে হবে ৮০ উর্ধ বয়স্ক নাগরিক এবং দিব্যাঙ্গজন। তবেই মিলবে এই সুযোগ। ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ৮০ উর্ধ ভোটার ছিল ৬৯৮ জন। আর দিব্যাঙ্গজন ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৬৯ জন। এদের মধ্যে সব মিলিয়ে ২৯১ জন এই ব্যবস্থায় ভোটদান করার জন্য আবেদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। কথায় আছে চিকিৎসক ভগবানের আরেক রূপ। কিন্তু কদমতলা সামাজিক হাসপাতালের এক চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসকের নাম দীপাল চাকমা।ঐ চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে একটি তিন বছরের শিশুর জীবনদীপ নিভে যায় বলে মৃতার পরিবার পরিজনদের অভিযোগ।এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে। জানা গেছে চুরাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা গৌতম দেবের তিন বছরের কন্যা সন্তানটিকে আচমকা শ্বাস কষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে আসে শিশুটির মা বাবা সহ আত্মীয় পরিজনরা। তখন সামাজিক হাসপাতালে দুজন চতুর্থ শ্রেণীর স্বাস্থ্য কর্মী কর্তব্য পালন করছিলেন।

কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই ডাঃ দীপাল চাকমার ডিউটি ছিল বলে জানা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, চিকিৎসক বাবু ডিউটি ফাঁকি দিয়ে নিজ কোয়াটারে বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছিলেন। তখন শিশুটির আত্মীয়রা ইমারজেন্সিতে অসুস্থ মেয়েটিকে নিয়ে গেলে চতুর্থ শ্রেণীর দুই স্বাস্থ্য কর্মী জানান,ডাক্তার বাবু তো কোয়াটারে।তখন চিকিৎসককে ডেকে দেবার অনুরোধ করলে প্রায় কুড়ি থেকে ত্রিশ মিনিট সময় পার হতে যায়।যতো সময় গড়াতে থাকে ততোই শিশুটির শারিরীক অবস্থা অবনতি ঘটতে থাকে। তবুও চিকিৎসকের পাত্তা না পেয়ে রোগীর এক আত্মীয় ঐ চিকিৎসককে কাকুতি মিনতি করে কোয়াটার থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ততক্ষণে তিন বছরের শিশু কন্যাটির জীবনদীপ নিভে যায়। শিশুটির মৃত্যুতে হাসপাতালেই কান্নার রোল পড়ে মা বাবা সহ আত্মীয় পরিজনের।মৃত শিশুর আত্মীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৬০ ▫ ১৮ জুন ২০২২ ইং ▫ ৩ আষাঢ় শনিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বাইডেনকে উচিত শিক্ষা পাইতে হইবে

ইউক্রেন নিয়া আমেরিকার অবস্থান বদলের ইঙ্গিত দিয়াছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস। ইউক্রেন নিয়া হোয়াইট হাউস যাহা আশা করিয়াছিল, তাহাতে প্রতিদিন ধাক্কা লাগিতেছে।'বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন' এবং আমেরিকার অঙ্গীকারের 'সীমাবদ্ধতা'-র ভিত্তিতে ইউক্রেনকেই শান্তির পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। 'মার্চ মাসে আমেরিকা ও এর মিত্রদের পক্ষ থেকে বার্তা ছিল, কত দিন লাগিবে, সেটা কোনও ব্যাপার নয়, ইউক্রেনকে মুক্ত হইতেই হইবে। সেই লক্ষ্য এখনও পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়া আমেরিকার স্বার্থ নয়। এমনকী শান্তি আলোচনার জন্য কিছু কঠোর ছাড় যদি দিতে হয়, সেটাও ইউক্রেনের নেওয়া প্রয়োজন।' 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন নিষ্পত্তিমূলক সামরিক জয় চায়। আর তাহা হইল, ২০১৪ সাল থেকে রাশিয়া ইউক্রেনের যেসব ভূখণ্ড দখল করিয়া নিয়াছে, সেটা পুনরুদ্ধার করা। এটা কোনও বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্য হইতে পারে না। রাশিয়া এখনও অনেক বেশি শক্তিশালী।'

এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ও তাঁহার দেশের জনগণকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করিতে হইবে। রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকা ও ন্যাটো কতটা পর্যন্ত সংঘাতে জড়াইতে পারিবে এবং কতটা অস্ত্র, অর্থ ও রাজনৈতিক সাহায্য দিতে পারিবে, সেটা পরিষ্কার বলিতে হইবে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকেই। ধ্বংস এড়াইয়া

ইউক্রেন যদি টিকিয়া থাকিতে চায় তাহা হইলে পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মঙ্গলজনক।রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধটা আমেরিকার প্রক্সি যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। এর ফলে যুদ্ধটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া গিয়াছে। 'সংঘাতের বর্তমান পর্যায়টি খুব এলোমেলো। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সামনে স্পষ্ট কোনও গোলপোস্ট নাই। এই যুদ্ধে আমেরিকা ও ন্যাটো এরই মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিকদুই ক্ষেত্রেই খুব গভীরভাবে সম্পৃক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অবাস্তব প্রত্যাশা তাহাদের আরও গভীর ক্ষতির মুখে ফেলিয়া দিবে।' জেলেনস্কি এবং তাঁহার দেশের জনগণকে বলিয়াছেন, আমেরিকার মুখ রক্ষার জন্য তাঁহাদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে। একইকথা শুনাইয়াছেন প্রাক্তন মার্কিন বিদেশসচিব হেনরি কিসিঞ্জার। বলিয়াছেন, যুদ্ধ অবসানে ইউক্রেনের উচিত, রাশিয়ার কাছে নিজের ভূখণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হইয়া কিসিঞ্জার বলিয়াছেন, আগামী দু'মাসের মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন সমঝোতা আলোচনা শুরু করা দরকার। বিপর্যয় যাহাতে এমন পর্যায়ে না যায়, যাহা সহজে কাটাইয়া ওঠা সম্ভব হইবে না। ভবিষ্যতে ইউক্রেন আংশিকভাবে বিভক্ত একটি দেশ হইতে পারে। তাই এই ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে ইউক্রেনীয়দের দক্ষিণ কোরিয়া ও পশ্চিম জার্মানির উদাহরণ বিবেচনায় নেওয়া উচিত। ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতা নিষ্ঠুর হইলেও তাহা দীর্ঘ মেয়াদে কিয়েভের জন্য ভালো হইবে।

যদিও এমন উপদেশ মানিতে নারাজ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। হেনরি কিসিঞ্জারকে উপহাস করিয়া জেলেনস্কি বলিয়াছেন, তিনি ইতিহাস থেকে জাগিয়া উঠিয়াছেন। কিসিঞ্জারের দৃষ্টিভঙ্গিকে ১৯৩৮ সালে নাৎসি জার্মানির মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করিয়া জেলেনস্কি বলিয়াছেন, 'মনে হইতেছে, কিসিঞ্জারের ক্যালেন্ডারটি ২০২২ সালের নয়, ১৯৩৮ সালের। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনি দাভোসে নয়, সেই সময়ের মিউনিখে শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন।' ক্রিমিয়াসহ ইউক্রেনের প্রতিটি ইঞ্চি থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কোনও শান্তি আলোচনা হইবে না বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন জেলেনস্কি। একইসঙ্গে বলিয়াছেন, শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে রাশিয়াকে কোনও ভূখণ্ড ছাড়িয়া দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং শান্তিচুক্তির জন্য রাশিয়াকেই ক্রিমিয়া ও দনবাস অঞ্চল ইউক্রেনের কাছে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকেও এমন যুদ্ধংদেহি বিবৃতি দেওয়া হইতেছে। কখনও প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলিয়াছেন, পুতিন আর ক্ষমতায় থাকিতে পারেন না। কখনও প্রতিরক্ষাসচিব লয়েড অস্টিন বলিয়াছেন, রাশিয়াকে দুর্বল করিয়া ফেলা হইবে। হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বলিয়াছেন, বিজয় না আসা পর্যন্ত আমেরিকার উচিত ইউক্রেনকে সমর্থন করা। এসব বক্তব্য ইউক্রেনকে সমর্থন জোগানোর ক্ষেত্রে উত্তেজনা বাড়াইয়া দেওয়া বক্তব্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উত্তেজনায় শান্তি ফিরিতে পারে না। রাশিয়াকে প্রক্সি যুদ্ধে নিয়া আসাটাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে। সেটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে ইউক্রেনকে কেন্দ্র করিয়া প্রক্সি যুদ্ধ শুরু হইয়াছে বলা ঠিক নয়, শুরু থেকেই সেখানে প্রক্সি যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রথম ঠান্ডা যুদ্ধ সমাপ্তির পর আমেরিকা তৎকালীন উপপ্রতিরক্ষাসচিব পল উলফোভিচ নব্যরক্ষণশীল মতাদর্শকে সূত্রায়িত করিয়াছিলেন।

বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১৬৫টি দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপানোর বিরোধিতা করিয়াছে। এই দেশগুলির মধ্যে ভারত ও চীনও রহিয়াছে। দেশ দু'টিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের বাস। আমেরিকার অভিজাত সম্প্রদায় মনে করিতেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির এই অবস্থান বিশ্বে রাশিয়ার চাইতে বরং আমেরিকাকে বেশি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের মান আশ্চর্যজনকভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত দু'বছরের মধ্যে এখন রুবল সবচেয়ে শক্তিশালী। মার্চে ডলারের বিপরীতে রুবলের দর যেখানে ১৫০-এ উঠিয়াছিল, এখন সেটা ৬০-এর ঘরে ঘোরাফেরা করিতেছে। মার্কিন অর্থসচিব জ্যানেট ইয়েলেন রাশিয়ার তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর জন্য বারবার সওয়াল করিয়াছেন। অথচ, গ্যাসের মূল্য রুবলে পরিশোধের রাশিয়ার দাবির কাছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ক্রমাগত নতি স্বীকার করিয়াছে।উল্টোদিকে আমেরিকার মূল্যস্ফীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। মূল্যস্ফীতি সেখানে এখন ৮ শতাংশের বেশি। নীতি সুদ হার বাড়াইয়াছে ফেডারেল রিজার্ভ সেটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছে। শেয়ার মার্কেটেও এর প্রভাব পড়িতে শুরু করিয়াছে। উচ্চ বেকারত্ব, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং নিম্ন প্রবৃদ্ধি ঘিরিয়া ফেলিতেছে আমেরিকাকে।বাইডেনকে এর ফল ভুগিতে হইবে।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় মৃত ১ হাজার ২৬২ জন, আক্রান্ত আরও সাড়ে ৫ লাখ

ওয়াশিংটন, ১৭ জুন (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ২৬২ জনের। এনিয়ে বিশ্বে মোট মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৩ লাখ ৩৭ হাজার ৮৯৪ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় ভাইরাসটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৬০ হাজার ৯০৪ জন। এতে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪ কোটি ৩০ লাখ ২৯ হাজার ৭৬০ জনে। শুক্রবার সকালে ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে জার্মানিতে। এই সময়ের মধ্যে দেশটিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ হাজার ১৫১ জন। অন্যদিকে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল করোনায় আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় ও মৃত্যুর সংখ্যায় তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৯৯ জন এবং নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩২ হাজার ৯৩৪ জন। যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬ হাজার ২৩ জন এবং মারা গেছেন ১৭০ জন। তাইওয়ানে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৬৮ জন এবং নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৩ হাজার ২২১ জন। ফ্রান্সে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩ হাজার ৮১ জন এবং মারা গেছেন ৪৯ জন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৫৩৮ জন এবং মারা গেছেন ৬১ জন। রাশিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৬৭ জন এবং নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ হাজার ৩২৬ জন। ইতালিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ হাজার ৫৭৩ জন এবং মারা গেছেন ৬৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় অস্ট্রেলিয়ায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ হাজার ৩৪৮ জন এবং মারা গেছেন ৭২ জন। হিন্দুস্থান সমাচার /

আপনি কি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হতে চান ?

শিশির রায়

বাংলা নিয়ে পড়া এ যুগের এক তরুণীর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গিয়েছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা "আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ..." সুধীন্দ্রনাথ থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর অননুকরণীয় শব্দপ্রক্ষেপে অন্য ভাবে বলতেন। বা আদৌ বলতেন কি কিছু? নিজের লেখা সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অনুযোগ যাঁকে সইতে হয়েছে অহরহ, শুনতে হয়েছে "উনি তো ইংরিজিতে বাংলা লেখেন," তিনি কেমন ভাবে দেখতেন এ কালের পাঠ্যসূচিতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব? কী হত তাঁর পড়ুয়াদের কাঁধ-ঝাঁকানো 'পরীক্ষায় লিখিনি' মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া? শুনে কি হাসতেন তাঁর অভিজাত, গমগমে হাসিটি? ৬ নম্বর রাসেল স্ট্রিটে তাঁর সাহেবি বাড়ির লেখার ঘরটিতে বসে কি লিখতেন কোনও প্রত্যুত্তর-প্রবন্ধ?

মনে হয় না লিখতেন। কারণ ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই কবি সুধীন্দ্রনাথ 'চর্চিত' খুব কম লেখেন বা প্রায় লেখেনই না বলে। শঙ্খ ঘোষের লেখায় আছে তাঁর না-লেখা নিয়ে কথা। ১৯৩৪-৩৭ এই চার বছর কোনও কবিতা লেখেননি সুধীন্দ্রনাথ, '৪২-৪৪-এ না, ১৯৪৬-৫২ না, আবার ১৯৫৭-৬০'এও না! ১৯৬০-এর ২৫ জুন হঠাৎ-মৃত্যুর আগের ৩৬ বছরে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের প্রধান এক কবির না-লেখার বয়সই ১৮ বছর! সে কালের কলকাতায় কেউ খুব কম লিখলে শঙ্খবাবুর এক কবি-বন্ধু বলতেন, "আপনি কি তবে সুধীন্দ্রনাথ হতে চান?"

ছ'টি কবিতার বই, দুটিমাত্র গদ্যের বই। ইংরেজিতে একটি আত্মজীবনী, সেও অসমাপ্ত। আজকের এই তাৎক্ষণিক ও প্রসারসর্বস্ব সৃজনের যুগে, যেখানে একটি মনুষ্যসন্তান বা একটি কবিতার জন্মের পরেই তার চেহারাসুরত ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে হাট করে খুলে দেওয়াটা দস্তুর, সেখানে এইটুকু সাহিত্যপুঁজি নিয়ে কি তল পেতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত? যিনি একটা গোটা সন্ধে (সাত দিন, এমন মতও প্রচলিত) ব্যয় করেছিলেন তাঁর কবিতায় 'উড়ে চলে গেছে' শব্দবন্ধকে 'উড্ডীন'-এ পাল্টে নিতে? আর এক বিখ্যাত কবিতা 'উট পাখি' নাকি দু'বছর ধরে ত্রিশ বার পাল্টেছিলেন! তাঁর কবিতার বই 'সংবর্ত'র প্রকাশক, সিগনেট প্রেস-এর দিলীপকুমার গুপ্তকে লেখা চিঠিপত্র সাক্ষী, নিজের কবিতার ব্যাপারে কী রকম আপসহীন, নিখুঁত ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। বইয়ের প্রুফ দেখতে গিয়েও তিনি কবিতা সংশোধন করেন নতুন করে, চিঠিতে লেখেন "পাণ্ডুলিপি আর এই প্রুফ দুটোই প্রামাণ্য... যদি সব শেষের পেজ প্রুফটা একবার পাঠান, এক দিনেই দেখে ফেরত দেব।" এও লিখছেন, "দুর্বোধ্য বলে আমার দুর্নাম থাকাতে সাধারণ প্রুফপাঠক আমার লেখার ভুল শোধরাতে অনেক সময় ইতস্তত করেন। অতএব যদি দরকার মনে করেন, তাহলে আমিই সারা বইয়ের সর্বশেষ প্রুফ প্রেসে গিয়েও দেখে দিতে পারি, যাতে কোথাও অর্থহানি না ঘটে।" নিজের লেখা কেটে, ছেঁটে, জুড়ে পাল্টেছেন সারা জীবন; এমনকি যে দীর্ঘ বছরগুলিতে নতুন কিছু লেখেননি, তখনও ক্রমাগত কলম চালিয়েছেন নিজেরই পুরনো লেখায়। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ' ও 'প্রবন্ধসংগ্রহ', এই দুটিমাত্র বইয়েই তাঁকে বেঁধে ফেলা গেল ভেবে নিলে এই শব্দশিল্পীর ক্রমাগত ভাঙা-গড়া আর 'হয়ে ওঠা'র ইতিহাসখানা মিস করে যাওয়ার মতো সর্বনাশটি হবে!

হাতিবাগানের দত্তবাড়ির বড় ছেলেটি হতে পারত মস্ত অ্যাটর্নি বা রাশভারী 'বাবু অফিসার'। বিশেষত তাঁর বাবার নাম যখন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আইনজ্ঞ, বৈদান্তিক দার্শনিক, থিয়োসফিস্ট, জাতীয়তাবাদী। সম্প্রতি রাখিবন্ধন-উৎসবের আবহে ফেসবুকে ভাইরাল হল ১৯০৫-এর কলকাতায় ছড়িয়ে-পড়া সেই বিখ্যাত প্রচারপত্র 'বঙ্গচ্ছেদে রাখী বন্ধন', সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে জ্বলজ্বল করছে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নামও। বিত্ত ও আভিজাত্য সুধীন্দ্রনাথের রক্তে তাঁর পূর্বপুরুষের বাস ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের জমিতে। ইংরেজরা দুর্গ গড়বে বলে দত্তদের জন্য আলাদা জায়গার বন্দোবস্ত করে দেয় চোরবাগানে। সেখানকার যৌথ পরিবার থেকে হাতিবাগানের ঠিকানায় উঠে আসার কাহিনিটিও বেশ। সুধীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা ছেলের বিয়ে দেবেন বলে নতুন দু'-একটি ঘর তুলতে চেয়েছিলেন, অন্য আত্মীয়েরা আপত্তি করায় চটে গিয়ে বাড়িই ছেড়ে দেন। হাতিবাগান-অধ্যায়ের সেই শুরু। বিরাট বাড়ির সদর দরজার সামনে লোহার 'পুতুল সান্ত্রি' ছিল বেশ কয়েকটি। তাদের চেহারা আর সাজের বাহার দেখার মতো, লোকে বলত 'পুতুলবাড়ি' (এখন শুধু দুটি 'নিরস্ত্র' পুতুল লোকচক্ষুর আড়ালে টিকে আছে কোনও মতে, সস্ত্রীক সুধীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিফলকটিও ম্লান)। সুধীন্দ্রনাথের মামাবাড়িও বিখ্যাত, মা ইন্দুমতী পটলডাঙার বিখ্যাত বসুমল্লিক পরিবারের মেয়ে, রাজা সুবোধ মল্লিকের সহোদরা। সুধীন্দ্র ছোটবেলা থেকে জেনেছেন তাঁর কাকাও দুর্দান্ত অভিনেতা, গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। যুবকটি প্রতিভাবান হয়েও বাড়িছাড়া, কেননা শুধু থিয়েটার করলে অসুবিধে ছিল না। এ মদ খায়, বহু নারীসঙ্গ করে এবং কোনও লুকোছাপা ছাড়াই। ইন্দুমতী কিন্তু প্রতিভার কদর বুঝতেন, ছেলেকে যে শুধু কাকার অভিনয় দেখতে পাঠিয়েছিলেন তা-ই নয়, দেওরটিকে বাড়িতে ফেরানোর উদ্যোগেও সফল হয়েছিলেন। বাবার প্রজ্ঞা, মায়ের ঔদার্য্য, কাকার প্রতিভা, মামার আভিজাত্য সব মিশেছিল সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে।

হীরেন্দ্রনাথ ছেলেকে কাশীতে অ্যানি বেসান্তের থিয়সফিক্যাল স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। সেখানেই ইংরেজি আর সংস্কৃতে সুপাঠ সুধীন্দ্রনাথের। দর্শনপ্রিয়তা, নিয়মনিষ্ঠার শিকড়ও বুঝি সেখানেই। বাকি পড়াশোনা কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে, হীরেন্দ্রনাথ নিজে ছেলেকে কালিদাস পড়াতেন। সংস্কৃত কাব্য-অলঙ্কার পড়ানোর জন্য নিয়োগ করেছিলেন পণ্ডিত হরিচরণ কাব্যতীর্থকে। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ কোর্স শেষ করেননি সুধীন্দ্রনাথ। সেই নিয়েও একটা গল্প প্রচলিত। জিওফ্রে চসারের কবিতার ক্লাস, মাস্টারমশাই সুধীন্দ্রনাথকে চসার পাঠ করতে বলেন। সুধীন্দ্রনাথ এক দিন করলেন, দু'দিন করলেন, তিন কি চার বারের বার জোর আপত্তি করলেন, ও রকম উচ্চৈঃস্বরে পাঠ তাঁর ভাল লাগে না। মাস্টারমশাই রেগে নালিশ ঠুকেছিলেন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি সুধীন্দ্রনাথকে ডেকে স্যারের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। ছাত্রটি তা করলেন বটে, তবে ক্লাস করায় মন উঠল না আর। এম এ পড়ারও সেখানেই ইতি! বুদ্ধদেব বসু অবশ্য তাঁর 'কবিতা' পত্রিকার সুধীন্দ্রনাথ স্মরণ-সংখ্যায় লিখেছিলেন, মতান্তরের কারণ ছিল অন্য শেক্সপিয়র-ব্যাখ্যা। সুধীন্দ্র এম এ পরীক্ষা দিলেন না, ল' নিয়ে পড়েছিলেন, সে পরীক্ষাও দেননি। অনেক পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসুর 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগে সুধীন্দ্রনাথকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়ে আসায় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর প্রথাগত ডিগ্রিহীনতা। অবস্থা সামাল দেওয়া হয় 'আংশিক সময়ের অধ্যাপক' হিসেবে নিযুক্তি দিয়ে। অথচ শুধু যাদবপুর কেন, সারা কলকাতা জানত, তুলনামূলক সাহিত্যে, মালার্মে- ভালেরি- রিলকে- এলিয়টের কবিতা পড়ানোয় সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে যোগ্য শিক্ষক এ শহরে আর কে-ই বা ছিলেন? সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেবের চিঠিতে আছে 'আমাদের উজ্জ্বলতম রত্ন'কে হারিয়ে তাঁর আক্ষেপের কথা।

বুদ্ধদেব বসুই লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, "তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আর কেউ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি।" এই বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে যেমন ছিল বিপুল পড়াশোনা, সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অগাধ জ্ঞান, ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ, তেমনই ছিল কবিতা নিয়ে তাঁর নিরন্তর ভাবনাচিন্তা। এই ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও। হিরণকুমার সান্যালের লেখায় আছে, জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তরুণ লিখিয়েদের, 'শেষের কবিতা' পড়ে শোনাবেন। পাঠে উপন্যাসের কবি নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতার পাশাপাশি উঠে এল ইংরেজি কিছু কবিতাংশও। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ থেমে অপূর্বকুমার চন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ইংরেজি কবিতা কার লেখা জানো? প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক অপূর্ব বললেন, ঠাহর করতে পারছি না। অদূরেই চুপচাপ বসে ছিলেন এক তরুণ, তাঁর মুখচোখ উজ্জ্বল এক কৌতুকে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি এই ইংরেজি কবিতা ও তার রচয়িতা সম্পর্কে দস্তুরমতো ওয়াকিবহাল। সেই তরুণটি সুধীন্দ্রনাথ।

বন্ধুপুত্র সুধীন্দ্রনাথকে আগে থেকেই চিনতেন রবীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্র আকৈশোর রুগ্ন। তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথের মতোই উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথও। চিঠিতে লিখছেন, "অন্তত দুই এক মাসের মত ভিয়েনার মত কোনো এক জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আস্লে ভালো হত। অন্তত কলকাতার বাইরে কোথাও কিছুকাল যদি কাটিয়ে আসতে পার তাহলে হয়ত কিছু আরাম পেতে।" ১৯২৯-এ কানাডা-আমেরিকা সফরে সে জন্যেই কি সঙ্গে নিলেন সুধীন্দ্রনাথকে? বোম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ল। জীবনের প্রথম বিদেশ সফর, তাও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে! সুধীন্দ্রনাথ তবু কোনও যাত্রাবিবরণী বা স্মৃতিকথা লেখেননি। দু'-একটি অনুচ্ছেদ পাওয়া যায়, তার প্রসঙ্গ অন্য। কানাডা হয়ে আমেরিকার সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছনোর পর ঘটনাচক্রে প্ল্যান পাল্টে তড়িঘড়ি দেশে ফেরেন রবীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ ফেরেননি, আগে থেকেই ঠিক ছিল, তিনি ইউরোপ যাবেন। ছেলের যাবতীয় খরচপত্র দিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ভিয়েনা আর বার্লিনে তাঁর চেনা ডাক্তারদের কাছে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ ডাক্তার দেখাবেন বলে। সেখানেই শেষ নয়। আন-দেশে ভিন-শহরে যাতে তরুণটির কোনও অসুবিধে না হয়, তাই আরও কয়েকটা চিঠি দিয়েছিলেন। পত্রপ্রাপকদের নাম বার্টান্ড রাসেল, লেনার্ড এল্মহার্স, উইলিয়ম রোটেনস্টাইন, রম্যাঁ রল্যাঁ, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো!

এই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই কিন্তু কবিতা নিয়ে চিঠিপত্রে বা সামনাসামনি তর্ক জুড়তে পিছপা নন সুধীন্দ্রনাথ। সেই তর্ক থেকেই পরিষ্কার, কেমন ধরনের কবি হতে চলেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে..." প্রথম কবিতার বই 'তন্বী'র পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। পড়ে তিনি জানালেন, "কাব্যে তোমার একান্ত স্বকীয়তা আর সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে প্রকাশ পেয়েছে। তোমার কবিতা যেখান থেকেই তার গয়না নিক না রূপ তো তারই নিজের চেহারা বন্ধক রেখে সে কিছুই ধার নেয়নি।" 'তন্বী'-র পাণ্ডুলিপি সংশোধনও করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার কিছু নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, কিছু মনে ধরেনি তাঁর। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ছিলেন অকুণ্ঠ। 'তন্বী'র ভূমিকায় লিখেছেন, "সমস্ত বইখানা খুঁজে যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।" 'তন্বী'র প্রকাশ ১৯৩০-এ, তার ন'বছর পর সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর 'আকাশপ্রদীপ' উৎসর্গ করে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, "আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।" এক দিন জোড়াসাঁকোয় দু'জনের তর্ক হয়েছিল কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কতটা, সেই নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথের মত, যে কোনও কিছুই হয়ে উঠতে পারে কবিতার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ সকৌতুক বললেন, তা হলে মোরগের উপরে কবিতা লেখো! তরুণ কবিটি কিন্তু আত্মবিশ্বাসী, মোরগের উপরে কবিতা তো লিখবেন বটেই, তিনি নিশ্চিত যে তা রবীন্দ্রনাথের বিচারেও সপ্রশংস উতরোবে। পরদিন জোড়াসাঁকোয় এনে দেখালেন 'কুক্কুট'। কবিতা পড়ে রবীন্দ্র-মন্তব্য, "না, তুমি জিতেছ।" 'প্রবাসী'-তে ছাপা হয়েছিল 'কুক্কুট'।

দ্বিতীয় কবিতার বই 'অর্কেস্ট্রা' (পরে 'অর্কেস্ট্রা') থেকেই সুধীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যভাষায় এবং দর্শনে সুস্থিত। তাঁর কবিতা পড়ে স্তব্ধ হয় পাঠক। টি এস এলিয়ট-এর মতোই এই কবি বিশ্বাস করেন, কবিতা পড়তে হলে পাঠকেরও কিছু জ্ঞানগম্যি থাকা আবশ্যিক। তিনি লেখেন, "আজকের এই 'বিশেষ জ্ঞানে'র দিনে কাব্যের তরফ থেকে আমি পাঠকের কাছে সেই নিবিষ্ট অনুশীলন ভিক্ষা করি, যেটা সাধারণত অর্পিত হয় অন্যান্য আর্টের প্রতি।" বিশ্বাস করতেন পরিশ্রমে, চর্চায় এবং সংশয়ে। তাঁকে কাছ থেকে দেখা জ্যোতির্ময় দত্ত স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সুধীন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল হঠাৎ কলমের মুখে যা এসে গিয়েছে তা নিয়ে সংশয় পোষণ করা। তাঁরই সময়ের কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ঘরানার কবি জীবনানন্দের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তেমন মোলাকাত হয়নি কখনও। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের পত্রিকায় আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে লিখতে বসে জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশী নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা।" দর্শন যদি বা তর্কাধীন, সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ছিল তর্কাতীত। এক কবির পড়াশোনা কতখানি সুউচ্চ তুঙ্গ স্পর্শ করতে পারে, সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যিনি উত্তরজীবনে বাংলা ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন..." প্রকাশক দিলীপ গুপ্তকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিই প্রমাণ, যেখানে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত তৎসম / সংস্কৃত শব্দ ও তার অর্থ: 'অন্যোন্য' গুপরস্পর ('অন্যান্য বা অনন্য-এর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই'), 'প্রতিবাতে'গুপ্রতিকূল বায়ুতে, 'গ্লান'গুগ্লানিযুক্ত, 'অস্থ' গুঅপ্রতিষ্ঠ, 'ঝাবুক' গুঝাউগাছ, 'প্রগলতা'র মতোই 'প্রাগল্য'ও অভিধানসম্মত। দেখেশুনে প্রশ্ন জাগে, বাংলা কবিতার ভাব-ভাষা না হয় পাল্টেছে, তবু আজকের কবির লেখার টেবিলে বা কম্পিউটারের পাশে কি বাংলা অভিধান থাকে আদৌ? মাঝেমধ্যে পাতা ওল্টানো হয় তার?

তাঁর বিপুল বৈদগ্ধ্য ও কবিপ্রতিভার পাশেই আসবে তাঁর নিপুণ সম্পাদনার কথা। শুরু করেছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকা, যার কেন্দ্র তাঁর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি, কেন্দ্রবিন্দুটি সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং। পরিচয়-এর আড্ডার স্মৃতি ধরা আছে অনেকের কলমে। আড্ডায় আসতেন হাসান শাহিদ সুরাবর্দি, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, অপূর্বকুমার চন্দ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মল্লিক, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আইসিএস অশোক মিত্র, বিষ্ণু দে, যামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু। শেষোক্ত জন লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথের বৈঠকখানার 'নির্মল মেঝে', 'গভীর গদির আসন', 'আলো-ঠিকরোনো' চায়ের বাসন আর 'উচ্চাঙ্গের' ভোজ্যতালিকার কথা কোনও দিন 'উত্তর কলকাতার বৃহদাকার শিঙাড়া সন্দেশ', কোনও দিন 'ফার্পো' রেস্তরাঁর খাবার। লিখেছেন, তারায় তারায় খচিত এই 'অসঁর'-এর মধ্যে "সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হন তাঁর কান্তি নিয়ে, চোখে পড়ার মত সাজসজ্জা নিয়ে কোনোদিন আধ-হাত-পরিমাণ ধাক্কা-বসানো সূক্ষ্মকুঞ্চিত তাঁতের ধুতি আর কোনোদিন বা কালোর উপরে সোনালী কাজ করা জাপানি কিমোনোর বিলাস নিয়ে তাঁর সুস্বন কণ্ঠ ও সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি নিয়ে গোষ্ঠীপতি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।" 'তিন কুড়ি দশ'-এ অশোক মিত্র লিখেছেন, পরিচয়-এর আড্ডা তাঁর কাছে ছিল লিবার্যাল ও হিউম্যানিস্ট আদর্শের প্রতীক। হবেই তো, সুস্থ তর্ক, যুক্তির স্থান যে সেখানে আগাগোড়া। হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, "সুধীনের যখন তর্কের নেশা পেত, তখন তার সামনে দাঁড়ায় কে?" তর্কে কেউ রেগেমেগে ব্যক্তিগত গালাগাল বা অভদ্র ব্যবহার না করে, আড্ডাকর্তা দেখতেন সেটাও লিখেছেন অশোক মিত্র। সুধীন্দ্রনাথ আশা করতেন, কথা হবে শাণিত কৌতুকভরা, ভাষায় থাকবে 'সাহিত্যিক প্রসাদ'। 'পরিচয়'-এর সম্পাদনাতেও ছিল গভীর মনীষা ও যুক্তির ছাপ। 'পুস্তক সমালোচনা'র ধারা তখন নতুন, পত্রিকায় সমালোচনার জন্য সুধীন্দ্রনাথ বই আর সমালোচক দুই-ই বাছতেন খুব যত্নে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বই 'প্রথমা'র সমালোচনা লিখতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ বললেন, তা হবে না। কবি ও সমালোচক দু'জনেই তো 'কল্লোল' গোষ্ঠীর! সুধীন্দ্রনাথ সমালোচনা লেখালেন পরিচয়-ঘরানার লিখিয়ে গিরিজাপতি ভট্টাচার্যকে দিয়ে।

বন্ধুরা কখনও তাঁর মধ্যে ঈর্ষা, অসূয়া দেখেননি। এক বার বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে এসে চোখ পড়ল একটি কবিতার উপরে, কৃষ্ণনগর থেকে পাঠিয়েছে তরুণ এক কবি। পড়ে সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য, "মাই গড, দিস বয় ইজ গোয়িং টু বিট আস!" কিন্তু বুদ্ধদেব, আবু সয়ীদ আইয়ুবের বক্তব্য, কবিতায় ছন্দের গোলমাল আছে। সুধীন্দ্রনাথ তখন একটা কাগজে কবিতাটা পয়ারের চালে সাজিয়ে দেখালেন, এই কবির ছন্দ নির্ভুল। শেষে বললেন, "পয়ার ছন্দ যে এ রকম করে লেখা যায়, এটা আমরা কেউ জানতাম না।" সুধীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট-পাওয়া সেই কবির নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়! তবু বন্ধুবিচ্ছেদ এসেছে জীবনে। স্ত্রী ছবি দত্ত জীবিতা, অথচ কবি আবার বিয়ে করতে চান লাহৌরের মেয়ে, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী রাজেশ্বরী বাসুদেবকে, বয়সে যিনি সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক ছোট। এই দ্বিতীয় বিয়ে নিয়েই বন্ধুরা বিমুখ ছিলেন। অনেকে চেষ্টাও করেছিলেন ছবি দত্তের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগানোর। মধুপুর বা অন্য কোথাও বেড়িয়ে আসার পরামর্শ এসেছে, গিয়েওছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। যামিনী রায় তো এক বার এক স্টিমার-যাত্রারও আয়োজন করেছিলেন। লাভ কিছু হয়নি। তবে আইনি বিবাহবিচ্ছেদও হয়নি ছবি দত্তের সঙ্গে। তিনি আলাদা বাড়িতে থাকতেন, সে বাড়ি তাঁর নামেই লিখে দেওয়া ছিল, সুধীন্দ্রনাথ পরে তাঁর উইলেও তাঁর জন্য অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজেশ্বরী দত্তকে বিয়ে করার পর সুধীন্দ্রনাথের অনেক বন্ধু সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের। সুশোভন সরকার সোজাসুজি আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখনকার হিন্দু কোড বিলে হিন্দু নারীর দ্বিতীয় বিয়ের অধিকার নেই, এ তো অবিচার হচ্ছে! সত্যেন্দ্রনাথ বসু যাঁকে 'অর্কেস্ট্রা' উৎসর্গ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন পুরো। সরে এসেছিলেন তিনি নিজেও। চেনা বন্ধুবৃত্ত থেকে, লেখালেখি থেকে। 'পরিচয়'ও বিক্রি করে দিয়েছিলেন। রাসেল স্ট্রিটের সাহেবপাড়ায় থাকতেন, ইংরেজি ছাড়া বাংলায় কথা বলতেন না, কলকাতার এলিট সমাজের মধ্যমণি তখন তিনি। যোগাযোগ ও বন্ধুতা হল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে, সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রকাশিত হল ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য মার্কয়িান ওয়ে'। মানবেন্দ্রনাথকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো সম্পাদকের আদর্শ। লিখছেন, পত্রিকা হবে "বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী বক্তব্য প্রকাশের অনিয়ন্ত্রিত মাধ্যম। ঝগড়া বা নিন্দার কোনো স্থান থাকবে না। আমরা এমন এক দুঃসময়ে বেঁচে আছি, যখন সমাজে মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করছে, সৎচিন্তার মানুষ নিঃশব্দে নিজস্ব চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ্যে আলোচনার সুযোগ দেওয়া দরকার। ... সম্পাদক তাঁর আদর্শগত সংগ্রামকে অবদমিত রেখে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন।"

প্রখর, সুস্পষ্ট রাজনীতিক বোধ ছিল, কিন্তু কোনও দল ছিল না তাঁর। ১৯৩৮-এর কলকাতায় ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি সক্রিয়। যোগ দিতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও, যুদ্ধে যোগদানের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে বলে পারেননি। 'এয়ার রেড প্রিকশান'-এর সংযোগ বিভাগে কাজ করেছেন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনেও। ১৯৪৫-এ 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজের সহ-সম্পাদক করে নিয়ে গেলেন বন্ধু-সম্পাদক। সে কাজও ছেড়েছেন ক'বছরের মধ্যেই। কেন ছাড়লেন, প্রশ্নের সুধীন্দ্রোপম উত্তর ছিল, "বিকজ দেয়ার প্রেফার্ড স্টাইল অব প্রোজ ওয়াজ সো বোরিং"! ঔদ্ধত্য বলে মনে হতে পারে, যদি না মনে রাখি, এই মানুষটাকেই এডওয়ার্ড শিলস আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজিতে আত্মজীবনী লিখবেন, সেটাই তাঁর 'অ্যাসাইনমেন্ট'! 'দ্য ওয়ার্ল অব টোয়াইলাইট' নামের অসমাপ্ত সেই বই লেখার সময়কার সুধীন্দ্রনাথকে দেখেছেন শিবনারায়ণ রায় "প্রতি শব্দ, উপবাক্য, উপমা, বিন্যাস যতক্ষণ না তাঁর বিচারে উত্তীর্ণ হতো, পরের বাক্যের দিকে এগোতেন না।" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও তুলনামূলক সাহিত্য পড়াতে গিয়ে সময়ের হিসেব থাকত না তাঁর। ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, বুদ্ধদেব বসু দরজায় অপেক্ষা করছেন পরের ক্লাস নেবেন বলে, সুধীন্দ্রনাথ এতই মগ্ন যে, চেয়েও দেখছেন না। পরে রুটিন পাল্টে দিনের শেষ ক্লাস দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

১৯৬০-এর ২৫ জুন আচমকাই এল মৃত্যু। বন্ধুর বাড়িতে ডিনার সেরে এসেছেন, শেষ রাতে কী একটা অস্বস্তি, সিগারেট ধরাতে গিয়ে ঢলে পড়লেন। ডাক্তার এসে বললেন, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। জ্যোতির্ময় দত্তের লেখায় আছে সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বুদ্ধদেব বসু নামের শোকমূর্তিটির কথা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। দিব্যেন্দু পালিত লিখেছেন, হারিয়ে-যাওয়া বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথকে এক বার দেখবেন বলে।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর উইলের 'অ্যাডভাইজর' করে গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। উইলে বলা ছিল, ছবি দত্ত ও রাজেশ্বরী দত্তের মৃত্যুর পর তাঁর মজুত ও অবশিষ্ট স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, সাহিত্যকর্মের কপিরাইটের অধিকারী হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তবে তা এই শর্তে যে, অর্জিত অর্থ দিয়ে তাঁর বাবা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে। নিজের বইয়ের প্রকাশনা নিশ্চিত করা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু হঠাৎ বাবার স্মৃতিরক্ষা? কারণ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিকড় যেখানে অন্যতম স্থপতির নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর যে ইন্দুমতী সভাগৃহে বছরভর কতশত অনুষ্ঠান, সেই হল-ও তো সুধীন্দ্রের মায়ের নামেই, কত জন জানি? যেমন জানি না সুধীন্দ্রনাথকেও!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৮ বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আশিস কুমার সাহা ভোট প্রচার। ছবি ঃ নিজস্ব

ব্যাপক ভূমিধসে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ

জম্মু, ১৭ জুন (হি. স.) : শুক্রবার বিশাল ভূমিধসে বানিহালের কাছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। হাজার হাজার যানবাহন আটকে পড়ে যায় বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে।

ভূমিধস ২৭০ কিলোমিটার হাইওয়েতে আঘাতে কাশ্মীরকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযোগকারী একমাত্র রাস্তা রোমেপাদিতে চার লেনের প্রকল্পের কাজ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় হতাহত না হলেও যানবাহন চলাচলে ক্ষতি হয়েছে। রাস্তা পরিষ্কার করে স্বাভাবিক করার অভিযান শুরু হয়েছে। বড় পাথর সরিয়ে সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধারের জন্য ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করতে কমপক্ষে চার ঘণ্টা সময় লাগবে। সড়কের দুই দিকের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

অগ্নিপথ-র আগুন নেভাতে প্রকল্প বাতিলের দাবি প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.) : অগ্নিপথ নিয়ে লাগাতার বিক্ষোভের জেরে ক্রমশই কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়ছে। সেই চাপের মুখে পড়ে ইতিমধ্যেই নিয়োগের ক্ষেত্রে এবছরের জন্য বয়সের ঊর্ধসীমা বাড়িয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের উপর আরও চাপ বাড়াতে টুইট করে সুর চড়িয়েছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সিপিআই সাংসদ বিনয় বিশ্বমও এই প্রকল্প প্রত্যাহারের দাবিতে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রকে। তাঁদের বক্তব্য, এই প্রকল্প যুব সমাজের মধ্যে হতাশার জন্ম দেবে। যুব সমাজের এমন প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রকে পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পের আঁচ শুধুমাত্র যুবকদের মধ্যে পড়েছে এমনটাও নয়। বেশিরভাগ বিরোধী দলই কেন্দ্রের এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রবল নিন্দা করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, নতুন সেনা নিয়োগ প্রকল্প যুব সম্প্রদায়কে কী দেবে? বহুদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন যুবকরা। কিন্তু চার বছরের এই নীতিতে তাঁদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত নয়। যেই প্রকল্পে চাকরির গ্যারান্টি নেই, পেনশন সুবিধা নেই, সেই প্রকল্প না থাকাটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছেন তাঁরা। অবিলম্বে এই প্রকল্প প্রত্যাহার করে আগের মতোই সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার দাবি জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।

যুব সমাজের উদ্বেগ সম্পর্কে সচেতন প্রধানমন্ত্রী মোদী: জেপি নড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.) : ''অগ্নিপথ প্রকল্প''-র অধীনে প্রথম বছরে বয়সের সীমা দুবছর বাড়ানোয় কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেসের যুব সমাজের উদ্বেগ সম্পর্কে ভাল জানেন। শুক্রবার টুইটে নড্ডা বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ''অগ্নিপথ প্রকল্প''-র অধীনে যুবকদের বয়সসীমা ২১ বছর থেকে বাড়িয়ে ২৩ বছর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রী দেশের যুবকদের উদ্বেগ সম্পর্কে ভাল জানেন। তারাও তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সচেষ্ট। এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন!

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য ''অগ্নিপথ প্রকল্প'' ঘোষণা করেছে। যার অধীনে ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সী যুবকদের চার বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে যুব সমাজ পথে নেমেছে। অনেক রাজ্যে, প্রতিবাদী যুবকরা ট্রেন এবং অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয় / কাকলি

অগ্নিপথ-বিক্ষোভকারীদের হিংসায় লিপ্ত না হওয়ার আর্জি রেলমন্ত্রীর, বললেন রেলের সম্পত্তি নষ্ট করবেন না

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম-দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। আগুন লাগিয়ে হচ্ছে ট্রেনে, স্টেশনেও ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিক্ষোভকারীদের হিংসায় লিপ্ত না হওয়ার আবেদন জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেলের সম্পত্তি নষ্ট না করারও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পকে ঘিরে ক্ষুব্ধ সেনাবাহিনীর চাকরি প্রার্থীরা। এখনও পর্যন্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সবথেকে হিংসাত্মক চেহারা নিয়েছে বিহার ও উত্তর প্রদেশে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক ট্রেন। এই পরিস্থিতি শুক্রবার রেলমন্ত্রী বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে আবেদন জানালেন, সকলের কাছে আমার অনুরোধ হিংসায় লিপ্ত হবেন না, নষ্ট করবেন না সরকারি সম্পত্তি।

অগ্নিপথ-এর বিরুদ্ধে আপ-এর ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ, দিল্লির কিছু মেট্রো স্টেশনের গেট বন্ধ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টি (আপ)-এর ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হল রাজধানী দিল্লি। পরে কয়েকজনকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। শুক্রবার দিল্লিতে অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় আপ-এর ছাত্র সংগঠন ছাত্র-যুব সংঘর্ষ সমিতি। পরে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে পুলিশ আটক করেছে।

আপ-এর ছাত্র সংগঠন অগ্নিপথ প্রকল্প ফিরিয়ে নেওয়া দাবি জানায়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন, এই স্কিমটি ফিরিয়ে নেওয়া উচিত এবং একটি স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সঞ্চালনের দাবি জানাচ্ছি আমরা। এদিকে, এদিন দিল্লির কিছু মেট্রো স্টেশনের গেট বন্ধ রাখা হয়। যেমন দিল্লি গেট ও জামা মসজিদ মেট্রো স্টেশনের সমস্ত গেট বন্ধ রাখা হয়। সমস্ত গেট বন্ধ ছিল আইটিও মেট্রো স্টেশনেরও।

বিহারে আরও হিংসাত্মক ''অগ্নিপথ''-বিক্ষোভ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য বিজেপির সভাপতির বাড়িতে হামলা

পাটনা, ১৭ জুন (হি.স.): বিহারে ক্রমেই হিংসাত্মক হয়ে উঠছে কেন্দ্রীয় সরকারের ''অগ্নিপথ'' নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ট্রেনে আগুন, স্টেশনে ভাঙচুর, রেল অবরোধ তো চলছিলই। এবার আক্রান্ত হল বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী রেণু দেবীর বাসভবন। হামলা চালানো হয়েছে বিহার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়ালের বাড়িতেই। উভয় ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের বেত্তিয়াতে।

শুক্রবার সকালে একদল বিক্ষোভকারী বেত্তিয়াতে বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী রেণু দেবীর বাড়িতে হামলা চালায়। ভাঙচুর চালানো হয় তাঁর বাড়িতে। রেণু দেবী সেই সময় পাটনায় ছিলেন, তাঁর ছেলে জানিয়েছেন, 'বেত্তিয়ায় আমাদের বাসভবনে হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। মা পাটনায় আছেন।' অন্যদিকে, বেত্তিয়াতেই বিহার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়ালের বাড়িতেও হামলা চালায় অগ্নিপথ বিরোধী বিক্ষোভকারীরা। বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনায় একজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন।

অগ্নিপথ-এ নিয়োগের জন্য বয়সের ঊর্ধসীমা বাড়ানোয় উপকৃত হবেন যুবকরা : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম দেশের বিভিন্ন রাজ্য। এমতাবস্থায় ওই প্রকল্পে আবেদনকারীদের জন্য বয়সীমা শিথিল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, অগ্নিপথ-এ নিয়োগের জন্য বয়সের ঊর্ধসীমা বাড়ানোয় উপকৃত হবেন যুবকরা। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অমিত শাহ। অগ্নিপথ প্রকল্পে যুবকদের নিয়োগের বয়সসীমা শিথিল করা হয়েছে দু'বছর। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে জানান, 'করোনা অতিমারির কারণে গত দু'বছর সেনানিয়োগ প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যুব সম্প্রদায়ের কথা ভেবে অগ্নিপথ যোজনায় প্রথম বছরে আবেদনকারীদের জন্য বয়সসীমা দু'বছর শিথিল করে ২১ থেকে ২৩ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে যুবসম্প্রদায় উপকৃত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন অমিত। তিনি আরও লেখেন, 'এ সিদ্ধান্তে বিশাল সংখ্যক যুবক লাভবান হবেন। অগ্নিপথ যোজনার মাধ্যমে দেশসেবার এবং নিজেদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিশায় তাঁরা এগোতে পারবেন। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।'

মাইলফলক চুক্তি স্বাক্ষর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-র, খাদ্য নিরাপত্তা, ই-কমার্সের ওপর জোর

জেনেভা, ১৭ জুন (হি.স.): সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় একগুচ্ছ চুক্তিতে সম্মতি দিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৬৪টি সদস্য দেশ। আর তার নেতৃত্ব দিল ভারত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দ্বাদশ মন্ত্রীস্তরীয় আলোচনা ছিল এটি। খাদ্য নিরাপত্তা, ই-কমার্স ও ফিশারিজের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গত নয় বছরের প্রথম বড় চুক্তি এটি। বাণিজ্য চুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম বন্টন মৎস্য ভর্তুকি, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মহামারীর নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বৃহস্পতিবার রাতে শেষ মুহূর্তে চুক্তি নিয়ে একটু অসম্মতি দেখা গিয়েছিল। মৎস্য চাষ এবং টিআরআইপিএস মুকুব সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয়। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের আলোচনার দক্ষতায় বিষয়টা নিয়ন্ত্রণে আসে। দুই রাতের ম্যারাথন আলোচনায় উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক সমঝোতা হয়। ভারত নিজেদের মৎস্যজীবীদের ভর্তুকি বাড়ানোর অধিকার রক্ষা করে। শেষ মুহূর্তে মৎস্য চুক্তি থেকে বিতর্কিত ধারাগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে, ভারত ইলেকট্রনিক আমদানির উপর শুল্কের স্থগিতাদেশে ১৮ মাসে সময় বাড়িয়ে নিয়েছে। ভারত সেখানে যুক্তি দিয়েছিল যে, এটি ধনী দেশগুলির সুবিধা হলেও উন্নয়নশীল দেশে সমস্যা হবে। সূত্রের খবর, প্রস্তাবিত চুক্তির মাধ্যমে এই প্রথমবার অতিরিক্ত মাছ ধরা, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, এবং অবৈধ, অপ্রতিবেদিত এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার উপর নিয়ম চালু করা হয়েছে।

আসন্ন মার্কিন সফর বাতিল করলেন জাস্টিন বিবার

ওয়াশিংটন, ১৭ জুন (হি. স.) : অসুস্থতার কারনে আপাতত আসন্ন মার্কিন সফর বাতিল করলেন জাস্টিন বিবার। জুন-জুলাইয়ে ছিল সেই ট্যুর। জাস্টিন ভক্তরা তাঁদের প্রিয় শিল্পীর মুখে পক্ষাঘাত হওয়ার খবর শোনার পর থেকেই সকলেই চিন্তিত ছিলেন।

র‍্যামসে হান্ট সিনড্রোমে ভুগছেন জাস্টিন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। নিজের অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সময় কেমন যাচ্ছে তাঁর প্রতিটা দিন সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে জাস্টিন লিখেছিলেন, ''আমি কেমন আছি তা আমি সংক্ষেপে জানাতে চাই। প্রত্যেক দিন একটু একটু করে ভালো হয়ে উঠছি এবং সমস্ত অসুবিধা ও অসুস্থতার মাঝেও আমি আমার সৃষ্টিকর্তার মাঝেই সমস্ত শান্তি খুঁজে পেয়েছি। তিনিই আমার জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে জানেন। এবং তিনি ক্রমাগত আমাকে তাঁর বাহুতে আসার জন্য ডাক দিয়ে চলেছেন। আমি আর কাউকেই তাই চাই না। আর এই অনুভূতিই আমাকে শান্তি দেয় এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে। আমি জানি এই ঝড় থেমে যাবে। কিন্তু ভগবান যিশু আমার সঙ্গেই রয়েছেন।''

চিকিৎসকের পরামর্শে অসুস্থতা থেকে ধিরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার এই সময়ে কোথাও জেতে চান না জাস্টিন। ইতিমধ্যেই বহু কনসার্ট বাতিল করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বাংলাদেশের সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ, সেনাবাহিনী মোতায়েন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।। বাংলাদেশের সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি হওয়ায় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুর থেকে তারা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছেন।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. মজিবর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার জন্য নৌবাহিনীরও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। আজকের মধ্যেই তারাও কাজ শুরু করতে পারেন। বৃষ্টি ও ঢল অব্যাহত থাকায় ক্রমাগত পানি বেড়ে প্লাবিত হয়েছে সিলেট নগর, ২০টি উপজেলা ও দুইটি পৌরসভা। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন অন্তত ২৫ লাখ মানুষ। এরই মধ্যে বন্যা কবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে সেনাবাহিনী। দুই জেলার ৮ উপজেলায় সেনাবাহিনীর ১০ প্লাটুন এবং ৬টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। নৌকা দিয়ে বাড়িঘর থেকে পানিবন্দি মানুষদের উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয় আসছেন সেনা সদস্যরা।

সিলেট সেনানিবাসের জিওসি মেজর জেনারেল হামিদুল হক গণমাধ্যমকে জানান, পরিস্থিতি বিবেচনায় সিলেটের ৩ উপজেলা ও সুনামগঞ্জের ৫ উপজেলায় সেনাবাহিনী পানিবন্দি মানুষকে উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রম চালাবে। এর মধ্যে সিলেট জেলার সদর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার সদর, দিরাই, ছাতক, দোয়ারাবাজার ও জামালগঞ্জ উপজেলা রয়েছে।

হামিদুল হক আরও জানান, সিলেটের কুমারগাঁও বিদ্যুৎকেন্দ্রে পানি প্রবেশ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুনামগঞ্জের বেশ কয়েকটি খাদ্য গুদাম হুমকিতে রয়েছে। এগুলো রক্ষায়ও সেনা সদস্যরা কাজ করছেন।

জিওসি জানান, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত এলাকায় পাঁচটি কাজ করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে-পানিবন্দি মানুষকে উদ্ধার করা। বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানিবন্দি মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। বন্যা আক্রান্তদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা। স্পর্শকাতর স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সীমিত পরিসরে খাদ্য সামগ্রী ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা। সেনাবাহিনী আরও জানায়, সেনাবাহিনী নিজস্ব নৌকা দিয়ে পানিবন্দি মানুষদের উদ্ধার করছে। ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে আরও 'রেসকিউ বোট' আনা হচ্ছে। স্থানীয় লোকজনের নৌকাগুলোও উদ্ধার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিকে, সিলেটে বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। নদনদী ও হাওরের পানি হু হু করে বাড়ছে। সুরমার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টায় এক থেকে দেড় ফুট করে পানি বেড়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের অর্ধেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সময়ে সময়ে পানি বাড়ায় পুরো শহর প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২০ জুন পর্যন্ত সিলেটে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। এ কারণে পানি কমার সম্ভাবনা নেই। পানি আরও বাড়লে সিলেটে চরম বিপর্যয় দেখা দেবে।

বাংলাদেশে বন্যার অবনতি,চরম দুর্ভোগে বানভাসি মানুষ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।। দেশের মধ্যে ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১০টি নদীর পানি ১৩টি পয়েন্টে বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এসব অঞ্চলের নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে এরই মধ্যে বন্যা দেখা দিয়েছে।ফলে বাংলাদেশে বন্যার আরো অবনতি ধেখা দিতে পারে, চরম দুর্ভোগে রয়েছে বানভাসি মানুষ। ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় সিলেট ও রংপুর অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। শুক্রবার (১৭ জুন) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নদ-নদী পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি হাতিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ৬০ এবং চিলমারী পয়েন্টে ৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দুধকুমার নদীর পাটেশ্বরী পয়েন্টে ৯ সেন্টিমিটার উপরে উঠেছে। ধরলার পানি কুড়িগ্রাম পয়েন্টে ৯ এবং তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে ৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে।

সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে ১০৮, সিলেট পয়েন্টে ৭০ এবং সুনামগঞ্জ পয়েন্টে বিপৎসীমার ১২০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া সারিগোয়াইন নদীর পানি সারিঘাটে ২৩, পুরাতন সুরমা নদীর পানি দেরাই পয়েন্টে বিপৎসীমার ২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে। লরেরগড়ে বিপৎসীমার ১৫৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে যাদুকাটা নদীর পানি। সোমেশ্বরী নদী কমলাকান্দা পয়েন্টে ৫৬ এবং ভুগাই নদী নাকুয়াগাঁও পয়েন্টে বিপৎসীমার ৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।

সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া জানান, দেশের সব প্রধান নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।আবহাওয়া সংস্থাগুলোর গাণিতিক মডেলভিত্তিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৭২ ঘন্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম, মেঘালয় ও হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় স্থানে মাঝারি থেকে ভারী, কোথাও কোথাও অতিভারী বৃষ্টিপাতের শঙ্কা রয়েছে। ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা, সুরমা, কুশিয়ারা, তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমারসহ সব প্রধান নদ-নদীর পানি বাড়ার ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। একই সঙ্গে লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতিরও অবনতি হতে পারে বলে জানান নির্বাহী প্রকৌশলী।

ভারতের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর জন্য 'আম্রপালি আম' পাঠালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য উপহার হিসাবে ১,০০০ কিলোগ্রাম 'আম্রপালি' আম পাঠিয়েছেন। সরকারী সূত্র এ খবর জানিয়েছে। নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের একজন সিনিয়র কূটনীতিক শুক্রবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে এ আম পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার 'কূটনৈতিক চ্যানেল' (ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-এর মাধ্যমে এ দুই সম্মানিত ব্যক্তির কাছে আমগুলো পাঠানো হয়েছে। নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন এক বিবৃতিতে বলা হয়,শুক্রবার কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আম পাঠানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 'আম ও ইলিশের কূটনীতি' সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করে তুলছে।

গত বছরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীদের উপহার হিসেবে আম পাঠিয়েছিলেন। 'আম্রপালি' একটি হাইব্রিড জাতের আম, যা মূলত বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে জন্মে। স্বাদ ও রসালো প্রকৃতির জন্য এটি বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। বাংলাদেশে আমের ভরা মৌসুমে পাঠানো এ আম দুটি দেশের বন্ধুত্বের একটি স্মারক।

প্রতীক্ষা শেষ, ১৯ জুন প্রগতি ময়দান ইন্টিগ্রেটেড ট্রানজিট করিডোর প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): যাবতীয় প্রতীক্ষা শেষ, আগামী ১৯ জুন (রবিবার) প্রগতি ময়দান ইন্টিগ্রেটেড ট্রানজিট করিডোর প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রগতি ময়দান পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে আগামী ১৯ জুন সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ প্রগতি ময়দান ইন্টিগ্রেটেড ট্রানজিট করিডোর প্রকল্পের মূল টানেল এবং পাঁচটি আন্ডারপাস দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানের সমাবেশে ভাষণও দেবেন তিনি।

৯২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে এই প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য প্রগতি ময়দানে তৈরি করা নতুন বিশ্বমানের প্রদর্শনী এবং সম্মেলন কেন্দ্রে মসৃণ প্রবেশাধিকার প্রদান করা, যার ফলে সেখানে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলিতে প্রদর্শক এবং দর্শকদের সহজে অংশগ্রহণের সুবিধা হবে।

এদিকে, ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী মোদী বিকেল পাঁচটা নাগাদ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে ৪৪ তম দাবা অলিম্পিয়াডের জন্য টর্চ রিলে চালু করবেন। এ উপলক্ষে সমাবেশে বক্তব্যও রাখবেন তিনি। দাবা অলিম্পিয়াড টর্চ রিলেতে ভারতই হবে প্রথম দেশ

স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তে এসএফআই-টিএসইউ-র প্রতিবাদ বিক্ষোভ। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ছেলেদেরও নিতে হবে ত্বকের যত্ন

সারা দিন বাইরে চলাফেরার পর ঘরে ফিরে প্রথমেই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে মুখের ত্বক। এ জন্য ক্লিনজার বা ফেসওয়াশ সবচেয়ে ভালো উপায়। ত্বকের সঙ্গে মানানসই ক্লিনজার বা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। তবে ক্লিনজার বা ফেসওয়াশ ব্যবহার করা উচিত ত্বকের ধরন অনুযায়ী। যেমন তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ফোমিং ফেসওয়াশ ও অন্য সব ধরনের ত্বকের জন্য জেল ক্লিনজার উপযোগী।

চুল কাটুন নিয়মিতমডেল: মুনেম, কৃতজ্ঞতা: হেয়ারোবিক্স, ছবি: নকশা

তবে বর্তমান সময়ে অনেক পুরুষই ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হিসেবে দাড়ি রাখছেন। কিন্তু দাড়ি শুধু রাখলেই হবে না, ত্বকের পাশাপাশি দাড়িরও চাই সঠিক পরিচর্যা। বাইরের ধুলা—ময়লার কারণে দাড়িতে খুব সহজে ময়লা, ব্যাকটেরিয়া আটকায়। এ থেকেই শুরু হয় নানা ধরনের ত্বকের সমস্যা। দাড়ির গোড়ায় জমে থাকা ময়লা ধীরে ধীরে ত্বকের রোমকূপ বন্ধ করে দেয়। এতে ব্রণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ জন্য ক্লিনজার বা ফেসওয়াশ ব্যবহারের পাশাপাশি দাড়ির অংশের মুখমণ্ডল এক্সফোলিয়েট করতে হবে। এতে দাড়ির নিচের মৃত কোষ দূর হবে এবং ব্রণ প্রতিরোধ হবে। এক্সফোলিয়েট করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গোসলের আগে একটি ভালো মানের ছোট ব্রিসেল বিয়ার্ড ব্রাশ দিয়ে দাড়ি আঁচড়ানো।

ত্বকের যত্নে আরও একটি নিয়মিত পদক্ষেপ হচ্ছে সানস্ক্রিন ব্যবহার। অনেকেই মনে করে সানস্ক্রিন শুধু মেয়েদের জন্য। এ ধারণা একেবারেই ভুল। পুরুষেরও উচিত প্রতিদিন ঘর থেকে বের হওয়ার আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। সবারই মনে রাখা উচিত মানুষের ত্বকের সবচেয়ে বড় শত্রু সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি, যা ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে। সানস্ক্রিন ব্যবহার না করলে ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনা কঠিন।

প্যাক লাগাতে পারেন মাসে দুই---একবারমডেল: মুনেম, কৃতজ্ঞতা: হেয়ারোবিক্স, ছবি: নকশা

সৌন্দর্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে খাওয়াদাওয়া। প্রচুর পানি ও তরলজাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে। রোজার সময় সারা দিনের পানিশূন্যতা রোধে ইফতারের পর থেকে সাহ্রি পর্যন্ত পর্যাপ্ত পানি পান করুন। কারণ দেহ পানিশূন্য হলে ত্বকও পানিশূন্য ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষ, চর্বি, ভিটামিন বি৫, বি৬ ও বি৯ আছে, এমন খাবার খেতে হবে। মাছ, মাংস, বাদাম, ডিমের কুসুম, দুধ, সবুজ শাক ত্বকের সুস্থতা বজায় রাখে।

এই গরমে তৈলাক্ত ত্বক নিয়ে কী করা

বাড়িতেই নিতে পারেন নিয়মিত যত্নমডেল: তানিশা, সাজ কৃতজ্ঞতা: বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ, ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

নিয়মিত যত্নে তৈলাক্ত ত্বকও সুন্দর থাকতে পারে এই সময়। যত্নের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব ত্বকসংক্রান্ত অস্বস্তি। তবে মাত্রাতিরিক্ত ব্রণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। সমস্যা যাঁদের এখনো গুরুতর আকার ধারণ করেনি, তাঁরা অবশ্য সহজ কিছু উপায় অবলম্বন করে বাড়িতেই যত্ন নিতে পারেন। ঈদের আগে এই সময়টিতে নিয়মিত যত্ন নিলে উৎসবের দিনটিতে ত্বক থাকবে ভালো। তৈলাক্ত ত্বকের ঘরোয়া যত্নের এমন কিছু উপায় জানালেন শারমিন কচি।

শসার রস তৈলাক্ত ভাব দূর করবেমডেল: তানিশা, সাজ কৃতজ্ঞতা: বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ, ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

শসার রসই ত্বকের বন্ধু

শসার রস তৈলাক্ত ভাব দূর করতে খুবই কার্যকর। প্রতিদিন বাইরে থেকে এসে শসার রস দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে পারেন।

শসার রসের সঙ্গে প্রয়োজনমতো চালের গুঁড়া মিশিয়ে স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সপ্তাহে দুই দিন এই মিশ্রণ ব্যবহারে ত্বক হবে গভীর থেকে পরিষ্কার। ব্ল্যাকহেডস ও হোয়াইটহেডস থেকেও মিলবে মুক্তি। তবে ব্রণ থাকলে সেই সময় স্ক্রাব ব্যবহার করা যাবে না। মধুতে অ্যালার্জি না থাকলে এই মিশ্রণে সামান্য মধুও মিশিয়ে নিতে পারেন।

সাপ্তাহিক যত্ন

ঘরোয়া প্যাক ব্যবহারে ত্বক পাবে আরামমডেল: তানিশা, সাজ কৃতজ্ঞতা: বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ, ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

সপ্তাহে এক দিন যেকোনো একটি ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন। তবে ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত হলে সপ্তাহে দুই দিনও ফেসপ্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে।

সমপরিমাণ গোলাপজল ও লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে লাগান। আধা ঘণ্টা পর ধীরে ধীরে, আলতোভাবে তুলা দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। ব্রণ এবং ফুসকুড়ির দাগ চলে যাবে।

এক চা-চামচ বেসন, সামান্য টক দই ও খুব অল্প পরিমাণ হলুদের গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। মুখে প্যাক লাগানোর আধা ঘণ্টা পর মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক হয়ে উঠবে সুন্দর ও লাবণ্যময়।

টানটান ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে ব্যবহার করুন জিরা টোনার, দেখে নিন তৈরির পদ্ধতি

যেকোনও খাবারের স্বাদ বাড়াতে জিরা দারুণ কার্যকরী। বেশিরভাগ ভারতীয় রান্নাতেই গোটা জিরা বা জিরা গুঁড়োর ব্যবহার করা হয়। তবে জিরা কেবল খাবারেরই স্বাদ বাড়ায় না, পাশাপাশি এটি ত্বকের জন্যও খুবই উপকারি। জিরা ব্যবহারে ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়ে ওঠে। আপনি ত্বকের যত্নের জন্য বাড়িতেই জিরার টোনার বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। আসুন জেনে নিই, কীভাবে জিরা থেকে টোনার তৈরি করবেন এবং এর উপকারিতা কী কী।জিরা টোনার তৈরি করার পদ্ধতি

জিরা টোনার তৈরি করার পদ্ধতি একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুল জিরা টোনার তৈরির পদ্ধতি জিরা টোনার তৈরির পদ্ধতি আধা কাপ জলে গোটা জিরা দিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে জল ছেঁকে একটি স্প্রে বোতলে এই জলটি ভরে নিন। স্প্রে বোতলে গোলাপ জল ও ভিটামিন ই ক্যাপসুলের লিক্যুইড দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর এই টোনারটি প্রতিদিন নিয়ম করে মুখে লাগান। ত্বকের যত্নে রাতে টোনার ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে ত্বক দাগহীন ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। জিরার জলে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য থাকে। জিরা বার্ধক্য প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া, এতে ভিটামিন-ই ক্যাপসুল ব্যবহার করার কারণে এটি ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ টোনার। ভিটামিন-ই ত্বকের জন্য কতটা উপকারি, তা আমরা সকলেই জানি। জিরা টোনার লাগালে মুখের রিঙ্কেলস ও ফাইন লাইনস কমে যায় এবং ত্বককে টানটান করতে সাহায্য করে। মুখের ফোলাভাব বা চুলকানির সমস্যা কমাতে জিরার টোনার খুবই কার্যকরী। এছাড়াও, জিরা টোনার ব্যবহারে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসে, ত্বকের মৃত কোষ দূর হয়, যে কারণে ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করুন উবটান, কীভাবে তৈরি করবেন? দেখে নিন আপনার ত্বক যদি সংবেদনশীল হয়, তাহলে প্রথমে ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তারপরে এই ঘরে তৈরি টোনারটি ব্যবহার করা উচিত। আমরা এমন কোনও দাবি করছি না যে, এই টোনার প্রয়োগ করলেই আপনার ত্বকের উপকার হবে, তাই এটি ব্যবহার করার সময় খুব সতর্ক থাকুন।

কেঁ কড়ানো চুলের যত্নে ব্যবহার করুন

একরাশ কালো-ঘন চুল সবারই স্বপ্ন থাকে। সুন্দর চুল আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে মনের মতো চুল পেতে গেলে সঠিকভাবে চুলের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু চুলের যথাযথ যত্ন নেওয়াটা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়। বিশেষ করে কেঁ কড়ানো চুল দেখতে যতটা সুন্দর হয়, সামলানো কিন্তু ঠিক ততটাই কঠিন। কেঁ কড়ানো চুলে জট পড়ার প্রবণতা অনেকটাই বেশি থাকে। তাই ভালো কন্ডিশনার ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। বাজারে বিক্রিত রাসায়নিকযুক্ত কন্ডিশনারগুলি চুলের ক্ষতি করতে পারে। তাই কেঁ কড়ানো চুলের যত্ন নিতে ব্যবহার করুন ঘরে তৈরি এই ৫টি কন্ডিশনার ১) ডিম এবং অলিভ অয়েল হেয়ার কন্ডিশনার কেঁ কড়ানো চুলের জন্য ডিম দুর্দান্ত প্রাকৃতিক কন্ডিশনার। ডিম ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ, যা সিবাম উৎপাদন বাড়ায়, চুলকে ময়শ্চারাইজ করতে সহায়তা করে। অলিভ অয়েলও চুলকে হাইড্রেট রাখতে সহায়তা করে। এই দু"টি উপাদানই চুলকে মসৃণ করতে সহায়তা করে। এই কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সাথে একটি ডিম নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। তারপরও এই মিশ্রণটি চুলে লাগিয়ে শাওয়ার ক্যাপ পরুন এবং ১০ মিনিটের জন্য কম তাপমাত্রায় ব্লো ড্রাই করুন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। ২) নারকেলের দুধ এবং মধুর হেয়ার কন্ডিশনার নরম বাউন্সি কেঁ কড়ানো চুল পেতে এই কন্ডিশনারটি দুর্দান্ত কার্যকর। নারকেল দুধ ক্ষতিগ্রস্ত চুলকে মেরামত করতে সহায়তা করে। অপরদিকে মধু চুলকে নরম এবং ময়েশ্চারাইজ করে। এই কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, এক কাপ নারকেলের দুধে ৪ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। চুলে শ্যাম্পু করার পরে, ওই মিশ্রণটি ভালো করে পুরো চুলে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩) ক্যাস্টর অয়েল এবং ডিমের কন্ডিশনার চুলের বৃদ্ধি করতে ও চুল পড়া কমাতে ক্যাস্টর অয়েল খুব উপকারি। অপরদিকে, ডিম প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের উৎস, যা চুলের প্রাকৃতিক তেল সংরক্ষণ করে, চুলকে বাউন্সি এবং ঝকঝকে করে তুলতে সহায়তা করে। একটি ডিমের সাথে এক টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। তারপর ওই মিশ্রণটি শুকনো চুলে লাগিয়ে, শাওয়ার ক্যাপ পরে এক ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা জল এবং শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলুন। আরও পড়ুন :এই ৮ উপায়ে কেঁ কড়ানো চুলের যত্ন নিন, চুল থাকবে উজ্জ্বল ও সুন্দর ৪) লেবুর রস, অলিভ অয়েল ও নারকেলের দুধের হেয়ার কন্ডিশনার অলিভ অয়েল এবং নারকেলের দুধ চুলের জন্য খুব উপকারি এবং চুলকে ময়েশ্চারাইজ করতেও সহায়তা করে। আর লেবুর রস, কেঁ কড়ানো চুলের ফ্রিজি ভাব কমাতে ও আর্দ ভাব নিয়ন্ত্রণ করতে খুব কার্যকর। এই হেয়ার কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, ২ চা চামচ লেবুর রসের সাথে ২ চা চামচ অলিভ অয়েল এবং ১ টেবিল চামচ নারকেলের দুধ ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর ওই মিশ্রণটি শুকনো চুলে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জল এবং শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। ৫) মেয়োনিজ, দই এবং এগ হোয়াইট হেয়ার কন্ডিশনার মেয়োনিজ কেঁ কড়ানো চুলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারি। এটি চুলের ফ্রিজি ভাব দূর করতে সহায়তা করে এবং দই চুলকে ময়েশ্চারাইজ করে। এগ হোয়াইট লুটেইনের উৎস, যা চুলকে উজ্জ্বল করে তোলে। এই কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, ১/৪ কাপ মেয়োনিজ এবং ১/৪ কাপ দই, একটি ডিমের সাদা অংশ ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর ওই পেস্টটি চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লাগিয়ে শাওয়ার ক্যাপ পরে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

ভেজা চুলে যা করলে ক্ষতি হয়

ভেজা চুল বাঁধা বা আচঁড়ানোর কারণে চুল পড়ে যেতে পারে।

অফিস যাওয়ার তাড়া কিংবা দ্রুত কোথাও যেতে হবে এরকম পরিস্থিতিতে গোছল করে চুল আঁচড়িয়ে বেরিয়ে যান অনেকে।

ভেজা অবস্থায় চুল বাঁধা বা আঁচড়ানোর ফলে হয়ে যায় জটপ্রবণ ও রুক্ষ। পাশাপাশি চুলের গোড়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত। ফেমিনা ডটইন'য়ে চুল ভালো রাখতে ভেজা অবস্থায় যে ভুলগুলো এড়িয়ে চলা উচিত সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ভেজা চুল আচঁড়ানো: ভেজা অবস্থায় চুল সবচেয়ে দুর্বল থাকে। আর এই সময়ে চুল আঁচড়ালে এর ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও ভেজা চুল আচঁড়ালে তা আগা ফাটা, ফুলে থাকা ও রুক্ষভাব সৃষ্টী করে। তাই চুল সম্পূর্ণ শুকানোর পরে তা আচঁড়ানো উচিত।

ভেজা চুলে তাপ প্রয়োগ: 'স্টাইলিং টুলস' যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা এমনিতেই ভালো না। আর ভেজা চুলে এসব তাপীয় যন্ত্রের মাধ্যমে তাপ প্রয়োগ করা আরও ক্ষতিকর। ভেজা চুল তাপ বেশি শোষণ করে এবং 'পোড়া'ভাবের সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় না বরং শুকিয়ে আসলে এগুলো ব্যবহার করা উচিত।

ভেজা চুলে ঘুমানো: চুল ভেজা অবস্থায় ঘুমানো চুলের ক্ষতির অন্যতম কারণ। এতে চুল ভেঙে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ বাতাসে চুল শুকানো সবচেয়ে ভালো। তবে ঘুমানোর আগে গোসল করা হলে 'ব্লো ড্রায়ার'য়ের সাহায্যে চুল শুকিয়ে নেওয়ায়া প্রয়োজন। ভেজা চুল জোরে তোয়ালে দিয়ে মোছা: ভেজা অবস্থায় চুল জোরে মোছা ঠিক নয়, এতে আগা ফাটা ও চুলের ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই ভেজা চুল মসৃণ তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে প্রথমে পানি মুছে নিতে হবে। পরে তা বাতাসে শুকানো উচিত।

ভেজা চুল বাঁধা: ভেজা চুলের গোড়া দুর্বল থাকে বলে তা বাঁধা ঠিক নয়। এই সময় চুল বাঁধা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় চুলে ঝুঁটি, বেণি বা অন্য কোনো স্টাইল করা ঠিক নয়।

চায়ের সঙ্গে এই ৫ খাবার কিন্তু ভুলেও নয়! ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ

চা ছাড়া দিন শুরু হয় না অধিকাংশ ব্যক্তির। সন্ধের আড্ডাও জমিয়ে দিতে পারে এক কাপ চা-ই। আবার মাথা ধরা, দুর্বলতা ও ক্লান্তি মেটানোর ওষুধও এক কাপ চা। সারা দিনের কাজের ফাঁকে কত কাপ চা যে পেটে চালান হয়, তার হিসাব রাখা মুশকিল। সঙ্গে কখনও কখনও চপ, পকোড়া, নিমকি, সিঙাড়া, এগুলো তো থাকেই।

কিন্তু জানেন কি, চায়ের সঙ্গে যে সব খাবার আমরা তৃপ্তি করে খাই সেগুলোই স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে?

আমরা নিজেদের অজান্তেই চায়ের সঙ্গে এমন অনেক কিছু খেয়ে থাকি, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। জেনে নিন, কোন কোন খাবার ভুলেও চায়ের সঙ্গে খেতে নেই -

আয়রন সমৃদ্ধ সবজি

আয়রন সমৃদ্ধ খাবার চায়ের সঙ্গে একেবারেই খাওয়ার ঠিক নয়। কারণ চায়ে ট্যানিন এবং অক্সালেট থাকে, যা আয়রনযুক্ত খাবার থেকে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। তাই বিভিন্ন বাদাম, সবুজ শাকসবজি, শস্য, মসুর ডালের মতো আয়রন-সমৃদ্ধ খাবার চায়ের সঙ্গে না খাওয়াই ভাল।

লেবু

লেবু চা আমরা সকলেই পছন্দ করি। ওজন কমানোর পানীয় হিসেবে বেশ জনপ্রিয় এই চা। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, চায়ের সঙ্গে লেবু শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। লেবুর রসের সঙ্গে চা পাতা মিলিত হলে চা অ্যাসিডিক প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারে এবং এটি খেলে পেট ফুলে থাকতে পারে। সকালে খালি পেটে খেলে লেবু চা পান করলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স এবং অম্বলের মতো সমস্যাও হতে পারে।

বেসন

চপ, পকোড়া বা নোনতা খাবারের সঙ্গে এক কাপ চা, এ যেন এক স্বর্গীয় সুখ! বিশেষ করে বিকেলের চায়ের আড্ডায় প্লেট ভর্তি বেসনের তৈরি ভাজাভুজি না হলে আমরা যেন ঠিক তৃপ্তি পাই না। কিন্তু এই কম্বিনেশন স্বাস্থ্যের জন্য বিরাট ক্ষতি করতে পারে। চায়ের সঙ্গে বেসন জাতীয় খাদ্য খাওয়ার ফলে হজমের সমস্যা হতে পারে এবং খাদ্য থেকে পুষ্টি শোষণে বাধা দেয়।

হলুদ

চা পানের সময় হলুদ যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, কারণ এতেও গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো পেটের সমস্যা হতে পারে। হলুদ এবং চা পাতা একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ঠান্ডা খাবার

গরম চায়ের সঙ্গে কখনই ঠান্ডা খাবার খাবেন না, এতে হজমের সমস্যা হতে পারে। বিভিন্ন তাপমাত্রার খাবার একসঙ্গে খাওয়া হলে হজম প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং বমি বমি ভাবও দেখা দিতে পারে। তাই গরম চা পান করার অন্তত ৩০ মিনিট পর ঠান্ডা খাবার খাওয়াই ভাল।

অফিস-কারখানায় কেমন এসি

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে এয়ার কন্ডিশনার বা এসি ব্যবহারের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। উন্নত জীবনযাত্রার চাহিদা আর সাধ্যের মধ্যে দামদুটোই এর পেছনে বড় কারণ। অফিস-আদালত, শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে এসি। সেই সঙ্গে উচ্চবিত্তপার হয়ে মধ্যবিত্তদের ঘরেও এখন ব্যবহার বাড়ছে এসির।

ঘরবাড়ির এসি ও অফিস-আদালতের এসির মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। বাড়ির এসি শুরু হয় এক টন থেকে। কিন্তু অফিসে খোলা পরিবেশে বড় পরিসরে বড় এসির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই অফিস-আদালতে ব্যবহার করা হয় ক্যাসেট বা সিলিং এসি। বাড়ির বড় স্পেসে বা কমার্শিয়াল স্পেসের জন্য সিলিং ক্যাসেট বা সিলিং সাসপেন্ডেড এয়ার কন্ডিশনার উপযুক্ত। সিলিংয়ে লাগানো বা ঝুলে থাকা এ ধরনের এসি সাধারণত বিল্ডিংয়ের ভেতর দিয়ে আসা এয়ার পাইপে সংযুক্ত থাকে। নান্দনিক সৌন্দর্য ও কার্যক্ষমতাদুটোই এতে পাওয়া যায়। কারণ, এগুলো দেখতে আধুনিক আর জানালা বা মেঝে ভেদ করে ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না। বাইরে থেকে শুধু এর চারটি আউটলেট দেখা যায়। যেহেতু এটি উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন, তাই একটি সিলিং সাসপেন্ডেড এয়ার কন্ডিশনার তিন—চারটি ওয়াল মাউন্টেড ইউনিটের সমান কাজ করতে পারে।

চার ও পাঁচ টনের ক্যাসেট ও সিলিং টাইপ এসির নান্দনিক ডিজাইন ও কুলিং পারফরম্যান্স গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলছে। নতুন মডেলের পাশাপাশি আসন্ন মডেলের মধ্যে দেশেই তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ভিআরএফ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসি। ভিআরএফ প্রযুক্তিকে বলা হয় চতুর্থ প্রজন্মের সবচেয়ে আধুনিক শীতাতপনিয়ন্ত্রণ বা এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা। একই সময়ে পুরো ভবনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে এ প্রযুক্তি। একটি ভবনের ইনডোর এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটগুলো সেন্ট্রাল কন্টোল সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। ভিআরএফ এসিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কমফোর্ট কুলিং এবং ডুয়াল সেন্সিং সিস্টেম। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী ঠান্ডা ও গরম বাতাস পাওয়া যায়। এটি অফিস-আদালতের সুবিধামতো যেকোনো স্থানে স্থাপন করা যায়।

বাণিজ্যিক ভবনে ব্যবহৃত এসি প্রসঙ্গে এলজি বাটারফ্লাই গ্রুপের সহকারী ব্যবস্থাপক সানি ঘোষ বলেন, অফিস-কারখানায় এসি চালাতে হলে কিছু বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। এসি মোনোব্লক হোক কিংবা স্পিট সিস্টেম, এগুলোর কোনোটিতে থাকে ইনভার্টার প্রযুক্তি, কোনোটিতে আবার তা অনুপস্থিত। ইনভার্টার-সংবলিত এসি কমপ্রেসরের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ফলে রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস ফ্লো রেটও থাকে নিয়ন্ত্রণে। অর্থাৎ এগুলো কম বিদ্যুৎ শক্তি খরচ করে। তাই অফিস বা কারখানার যাঁরা অ্যানার্জি এফিশিয়েন্ট এয়ার কন্ডিশনার খুঁজছেন, তাঁদের জন্য ইনভার্টার প্রযুক্তিসহ এসি কেনাই যুক্তিযুক্ত হবে।

অফিস-আদালত, প্রার্থনালয় ও শিল্পকারখানায় এসি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সানি ঘোষের পরামর্শএসব জায়গায় যেহেতু ধুলার পরিমাণ বেশি থাকে, তাই সচেতনতাও দরকার বেশি। নিয়মিত পরিষ্কারের দিকে নজর দিতে হবে। ফিল্টার অপারেটিং চেক করতে হবে। অতিরিক্ত কুলিং উপেক্ষা করতে হবে। আউটডোরে এমন জায়গায় এসিগুলো রাখতে হবে, যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস পায়। আবদ্ধ জায়গায় রাখলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। আর বছরে একবার অবশ্যই অভিজ্ঞ ও দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে মাস্টার ক্লিন করাতে হবে।

বয়সের ছাপ কমিয়ে রাখতে পারে যে চা

চা পানে সতেজভাব আসে। তবে সব চা বয়সের ছাপ ধীর করতে পারে না। সতেজভাব, মাথা ধরা সারানো বা আড্ডা জমাতে- প্রতিদিন চা পানের এরকম বহু কারণ থাকতে পারে।

ধরন অনুযায়ী চায়ের উপকারিতাও ভিন্ন। তবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পানীয় বয়স্ক হওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারে। আর বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরনের পানীয়র মধ্যে রয়েছে গ্রিন টি। যুক্তরাষ্ট্রের শরীরচর্চা ও রূপ-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'টোটাল শেইপ'য়ের সহকারী প্রতিষ্ঠাতা, পুষ্টিবিদ ও প্রশিক্ষক মাইকেল গ্যারিকো ইটদিস নটদ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "গ্রিন টি'তে আছে 'এপিগ্যালোক্যাটেচিন গ্যালেট' নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ত্বকের মৃতপ্রায় কোষকে পুনুরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করে।" তিনি আরও জানান, এই পানীয়তে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি এবং ই। যা ত্বকের সুস্থতার জন্য উপকারী। ভিটামিন বি-২ ত্বককে সতেজ রাখে ও তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। ভিটামিন ই ত্বকের নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। আর মসৃণতা বাড়ানোর পাশাপাশি উজ্জ্বলভাব ফুটিয়ে তোলে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ট্রিস্টা বেস্ট'য়ের মতে, বয়স্কভাব রোধের জন্য সেরা পছন্দ হতে পারে গ্রিন টি। তিনি বলেন, "গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ আর নানান স্বাস্থ্যগুণে ভরপুর। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দুর্বলতা কাটানো, প্রদাহ এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি সার্বিক সুস্থতার ওপর প্রভাব রাখে।"

"এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো উন্মুক্ত রেডিকেলের কারণে হওয়া কোষের ক্ষয় কমায় যা বিপাক ধীর হওয়ার জন্য দায়ী। ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস ও অ্যামিনো অ্যাসিডের ভেষজ পানীয় হিসেবে গ্রিন টি পান করা যায়।"

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক পুষ্টিবিদ জুলিয়ানা টামায়ো একইভাবে গ্রিন টি'কে বয়স ধীর করার ভালো উপায় বলে মনে করেন। টামায়ো ইট দিস, নট দ্যাট'কে জানান, গ্রিন টি 'নিউরোপ্রোটেক্টিভ' উপাদান হিসেবে কাজ করে যা জ্ঞানীয় ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে এবং বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকি কমায়। তবে পুষ্টিবিদ গ্যারিকো সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "প্রয়োজনের তুলনায় উচ্চ মাত্রায় গ্রিন টি পান করা ক্ষতিকর হতে পারে। এর ফলে মাথা ব্যথা, বমিভাব, ঘুমের সমস্যা, বমি, ডায়ারিয়া, অস্বস্তি, অনিয়ন্ত্রিত হৃদগতি, কাঁপুনি, বুক জ্বালা, মাথা ঘোরানো, কানে শব্দ হওয়া ইত্যাদি হতে পার।" গ্রিন টি'তে থাকা রাসায়নিক উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে অনেকক্ষেত্রে যকৃতের ক্ষতিও হতে পারে বলে জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

বিহারের লাকিসরাই জংশনে পুড়ল ট্রেন, লখমিনিয়া স্টেশনে ভাঙচুর-আগুন

পাটনা, ১৭ জুন (হি.স.): উত্তেজনা কমছে না, বরং তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। শুক্রবার সকালে আবারও বিহারে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করল আন্দোলনকারীরা। কেন্দ্রের 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের বিরোধিতায় জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসের কামরায় আগুন ধরানো হয়। দুটি কামরা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। বিহারের সমস্তিপুরে হাজিপুর বারাউনী রেল বিভাগের মহিউদ্দিননগর স্টেশনে এদিন সকালে বিক্ষোভ শুরু করে একদল জনতা। সেই সময় স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনের আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

রেল সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে লাকিসরাই জংশন স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি ট্রেনে। পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিও তুলতে বাধা দেওয়া হয়, এমনকি ফোন কেড়েও নেওয়া হয়। ৪-৫ বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাত্রীরা নিজেরাই ট্রেনের বাইরে বেরিয়ে আসেন। ''অগ্নিপথ''-এর বিরোধী বিক্ষোভকারীরা তান্ডব চালায় বিহারের লখমিনিয়া স্টেশনেও। স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালানো হয়। রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। লখমিনিয়া স্টেশনে রেল অবরোধও করা হয়। ফলে থমকে যায় অনেক ট্রেন। বিহারের কুলহারিয়া স্টেশনের ট্রেনের কোচে তান্ডব চালানো হয়। প্রসঙ্গত, অগ্নিপথ প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। ওই প্রকল্পে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের তরুণ-তরুণীরা চার বছরের জন্য মাসিক ৩০-৪৫ হাজার টাকার চুক্তির ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখায় (স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনা) যোগ দিতে পারবেন। তাঁদের বলা হবে 'অগ্নিবীর'। সেনায় শূন্যপদ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চতুর্থ বছরের শেষে সেই ব্যাচের সর্বাধিক ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে সেনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাকিদের ১১-১২ লক্ষ টাকা হাতে দিয়ে পাঠানো হবে অবসরে। কোনও পেনশন থাকবে না।

''অগ্নিপথ''-এ নিয়োগ নিয়ে টুইটারে ঘোষণা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.) : ''অগ্নিপথ যোজনা''-র প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভের মাঝেই এতে নিয়োগ নিয়ে টুইটারে ঘোষণা করলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এতে ন্যূনতম বয়সবৃদ্ধির কথাও জানান তিনি।

তিনি শুক্রবার লিখেছেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত ''অগ্নিপথ যোজনা'' ভারতের যুবকদের জন্য দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দেওয়ার এবং দেশের সেবা করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। গত দুই বছর ধরে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া না থাকায় অনেক যুবক সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ পাননি। তাই যুবকদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে, সরকার এ বার অগ্নিবীর নিয়োগের বয়সসীমা ২১ বছর থেকে বাড়িয়ে ২৩ বছর করেছে। এই বয়সসীমা বাড়ানোয় অনেক যুবক অগ্নিবীর হওয়ার সুযোগ পাবে। তরুণদের ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর উদ্বেগ এবং সংবেদনশীলতার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি তরুণদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, কয়েকদিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। এর জন্য তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিক।''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণের চিকিৎসা চলছে সোনিয়ার, রয়েছে কোভিড পরবর্তী উপসর্গও

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি, চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। শুক্রবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে কোভিড-পরবর্তী অন্যান্য উপসর্গের পাশাপাশি শ্বাসযন্ত্রের ট্র্যাক্টে শনাক্ত করা ফাঙ্গাল সংক্রমণের চিকিৎসা চলছে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর। তিনি চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

গত ১ জুন সোনিয়ার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ও অন্য কিছু উপসর্গ দেখা দেওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় বেআইনি ভাবে অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৮ জুন সোনিয়াকেও তলব করেছিল ইডি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি হাজির হতে পারেননি। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতেই দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে যান কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, মায়ের সঙ্গে সারারাত সময় কাটিয়েছেন তিনি।

বালিকা সরপঞ্চ যোজনা সারা দেশে কার্যকর করা হবে: স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.) : মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সারা দেশে বালিকা সরপঞ্চ যোজনা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের আট বছরের শাসনকালে কৃতিত্বের বিশদ বিবরণ দিয়ে ইরানি বলেন, সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য অনেক পরিকল্পনা করেছে এবং সেগুলি বাস্তবায়নও করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার দেশের প্রত্যন্ত ও উপজাতি এলাকায় পৌঁছে দিতে সফল হয়েছে। গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকায় মেয়ে শিশু সরপঞ্চের ভাবনা শুরু হয়েছে। গোটা দেশে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা ভাবা হচ্ছে। তিনি বলেন, বালিকা পঞ্চায়েত মহিলাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বালিকা সরপঞ্চ যোজনা কচ্ছ অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী সমস্ত মেয়েরা ভোট দিয়ে নিজস্ব পঞ্চায়েত গঠন করে। বালিকা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত মেয়েরা জানিয়েছেন, তাদের পঞ্চায়েতের পরামর্শ গ্রামে সামাজিক নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং শিক্ষার স্তরের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। সরকারের কল্যাণমূলক স্কিমগুলির উন্নত পরিষেবা এবং সেগুলি প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করা।

উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় স্টেশনে ভাঙচুর; পাথর নিক্ষেপ, আগুনে পুড়ল ট্রেন

লখনউ, ১৭ জুন (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশের বালিয়া স্টেশনে ভাঙচুর চালাল আন্দোলনকারীরা, পাথর ছোড়া হয়, এমনকি একটি ট্রেনে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ এবং রেলরক্ষী বাহিনীর সদস্যেরা দ্রুত গিয়ে জ্বলন্ত কামরাগুলি নিভিয়ে ফেলেন।

উত্তর প্রদেশের বালিয়া রেল স্টেশনে এদিন সকালে জড়ো হয় বিক্ষোভকারীদের ভিড়। সকাল থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ। বালিয়ার জেলাশাসক সৌম্যা আগরওয়াল জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতি আটকানো সম্ভব হয়েছে। পাথর ছোড়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। স্টেশনে ভাঙচুর করা হয় বলেও জানিয়েছেন জেলাশাসক। পুলিশ সুপার আর কে নায়ার জানিয়েছেন, কিছু ছাত্র ট্রেনের জানালার প্যান ভেঙে ফেলে এবং একটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিভিন্ন এলাকায় টহল চলছে পুলিশের।

অবৈধভাবে মাছ ধরার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সফল হয়েছে ভারত : পীযূষ গোয়েল

জেনেভা, ১৭ জুন (হি.স.): অবৈধভাবে মাছ ধরার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সফল হয়েছে ভারত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দ্বাদশতম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের পর বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তিনি বলেছেন, 'যাঁরা অবৈধভাবে মাছ ধরায় লিপ্ত অথবা মাছ ধরে, কিন্তু রিপোর্ট করে না অথবা যাঁরা নিয়মের বাইরে কাজ করে-অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরায় লিপ্ত তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা নিয়ন্ত্রণ আনতে সফল হয়েছি।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, 'কিছু দেশ এই বিষয়ে অভিজ্ঞ। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে, বিশ্বজুড়ে মাছ শেষ করার জন্য কিছু দেশ দায়ী। ভারত তাঁদের জন্য একটি নিয়ম আনতে সফল হয়েছে। এটি ভারতের জন্য একটি বড় জয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি মনে করি ভারত ১০০ শতাংশ সাফল্য পেয়েছে। এমন একটিও বিষয় নেই যে জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন হয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে।' প্রসঙ্গত, মাইলফলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। খাদ্য নিরাপত্তা, ই-কমার্স, ফিশারিজের উপর ফোকাস করা হয়েছে।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড লাহোর, দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু ৫ জনের

লাহোর, ১৭ জুন (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হয়ে গেল পাকিস্তানের লাহোর। ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড়ের বেগে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে লাহোরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই একটি বাড়ির দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দেওয়াল ভাঙার ঘটনাটি ঘটেছে লাহোরের ফিরোজপুর রোডে, সেখানে ঘন্টায় ১২৪ কিলোমিটার গতিবেগের ঝড়ের বেগে একটি বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের ও একজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঝড়-বৃষ্টির জন্য লাহোর, ওকারা ও শেখপুরায় বিদ্যুৎ চলে যায়। বৃহস্পতিবার রাতে গারহি শাহো, ডেভিস রোড, ক্যানাল রোড এবং বিমানবন্দর এলাকা-সহ লাহোরের অনেক এলাকায় দমকা হাওয়ার পরে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। পাকিস্তানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব বালুচিস্তানে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত ৩ ফিলিস্তিনি, আহত ৮

জেরুজালেম, ১৭ জুন (হি. স.) : ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছেন ৩ ফিলিস্তিনি। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও আটজন।

শুক্রবার সকালে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তরফে জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোররাতে ইসরায়েলি সেনারা উত্তরের শরণার্থী শহর জেনিনে একটি গাড়িতে গুলি চালায় এবং তিন যাত্রীকে হত্যা করে। নিহত তিন ফিলিস্তিনি হলেন বারা লাহলুহ, লাইথ আবু সারুর ও ইউসুফ সালাহ। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তবে জেনিন হাসপাতালে নিহতদের মরদেহ নিয়ে যাওয়ার আগে শতাধিক বিক্ষুব্ধ বাসিন্দা জড়ো হয়েছিল। তারা প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকিও দেয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মেয়েদের ক্ষমতায়নের অনন্য প্রয়াস, গুজরাটের কচ্ছে শুরু দেশের প্রথম বালিকা পঞ্চায়েত

কেভাড়িয়া (গুজরাট), ১৭ জুন (হি.স.): মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে গুজরাটের কচ্ছে শুরু হয়েছিল দেশের প্রথম বালিকা পঞ্চায়েত। ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে বালিকা পঞ্চায়েত চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের। গুজরাটের কচ্ছ জেলার কুনরিয়া মস্কা মোটাগিনিয়া ওয়াদাসার কুকমা গ্রামে এই পঞ্চায়েত শুরু হয়েছে। এই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব দেওয়া হয় ১১ থেকে ২১ বছর বয়সী বালিকাদের। এর মূল উদ্দেশ্য হল-বালিকাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের জন্য উৎসাহিত করা এবং সমাজে বিদ্যমান কুফলগুলি দূর করে সমস্যার সমাধান করা।

''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'' অভিযানের অধীনে গুজরাট সরকারের একটি অনন্য উদ্যোগ হল মহিলা ও শিশু কল্যাণ। এই বালিকা পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ হলেন ২০ বছর বয়সী ঊর্মি আহির। কচ্ছের বালিকা পঞ্চায়েতের সদস্য গরবা ভারতী বলেছেন, ১০-২১ বছর বয়সীরাই বালিকা পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এর মূল উদ্দেশ্য হল শৈশব থেকেই মেয়েদের পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করে সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পূর্বে মেয়েদের উপেক্ষা করা হতো এবং তাঁরা অনেক নৃশংসতার শিকার হতেন। রাজ্যে প্রশাসনে মহিলারা ৫০ শতাংশ অংশগ্রহণ পেয়েছেন, তাতে অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে, প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য এখনও অনেক প্রচেষ্টা করতে হবে। পঞ্চায়েতের যাবতীয় কাজ একজন মহিলা সরপঞ্চের স্বামী অথবা তাঁর বাবা করেন। এ থেকে স্পষ্ট যে মেয়েরা অংশগ্রহণ পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শাসনব্যবস্থায় তাঁরা এখনও মুক্ত নয়। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে ''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'' এবং পঞ্চায়েতের দ্বারা বালিকা শিশু পঞ্চায়েত তৈরি করা হয়েছে।

পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশের উন্নয়নে মুগ্ধ ভারতীয় সাংবাদিক

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।। আর মাত্র কয়েকদিন। পূরণ হতে চলেছে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন। উদ্বোধন হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এ প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দেওয়ায় বিশ্বজুড়ে প্রশংসার জোয়ারে ভাসছে বাংলাদেশ।

উদ্বোধন সামনে রেখে গত সপ্তাহে একদল সাংবাদিককে পদ্মা সেতু পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাংলাদেশ সরকার। এই দলে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের কয়েকজন সাংবাদিকও ছিলেন, যাদের মধ্যে অন্যতম দ্য প্রিন্টের সিনিয়র কনসাল্টিং এডিটর জ্যোতি মালহোত্রা। পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশের উন্নয়ন সচক্ষে দেখে নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার (১৬ জুন) দ্য প্রিন্টে প্রকাশিত মতামতে ভারতীয় এ সাংবাদিক লিখেছেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের স্থির সংকল্পের পরিচায়ক এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দর্শনের ভার বহন করছে এটি। জ্যোতি মালহোত্রা লিখেছেন, পদ্মা সেতুতে বিনিয়োগ করা থেকে বিশ্বব্যাংক ২০১২ সালে সরে যাওয়ার প্রায় এক দশক পরে আগামী ২৫ জুন অবকাঠামোটি উদ্বোধন করতে চলেছেন শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি বিরোধী দলীয় নেতা খালেদা জিয়া, নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুসের মতো আরও অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ এসব ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন কি না তা স্পষ্ট নয়. তবে শেখ হাসিনা স্পষ্টতই অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আন্তর্জাতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ সমালোচনার মুখে তিনি এমন এক অবকাঠামো তৈরি করতে সফল হয়েছেন, যা বাংলাদেশের মানুষের জীবন বদলে দেবে।

এই সংকল্পের ভিত্তি ২০২৩ সালের নির্বাচনে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। শুধু এই 'গর্বের সেতু' নয়, কিংবা ভারত, চীন, রাশিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সহায়তায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির আধিক্যও নয়, বাংলাদেশকে নতুন করে সাজানোর যে দৃঢ় ইচ্ছা দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা, সেটিই তাকে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করতে পারে। জ্যোতি মালহোত্রা জানিয়েছেন, ভারতীয় সাংবাদিকদের একটি দল গত সপ্তাহে পদ্মা সেতু প্রকল্প পরিদর্শন করেছে। এটিকে 'প্রকৌশলের অবিশ্বাস্য বিস্ময়' হিসেবে উল্লেখ করেছেন ওই দলে থাকা দ্য প্রিন্টের এই সাংবাদিক। তার কথায়, এটি শুধু পদ্মার ওপর নয়, গোটা গঙ্গা অববাহিকায় তৈরি দীর্ঘতম সেতু। সবচেয়ে বড় কথা, পদ্মা সেতু কেবল বাংলাদেশ সরকারেরই নয়, জনগণেরও সাহস বাড়িয়েছে যে- আমরা করতে পারি। নিশ্চিতভাবে এটি সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলা অপমানজনক বর্ণনাকে কবর দিয়েছে।

মতামতে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অবিশ্বাস্য পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে ভারতীয় এ সাংবাদিক লিখেছেন, পরিবর্তন স্পষ্টতই দৃশ্যমান। গত সপ্তাহে ঢাকা ও বাংলাদেশের কিছু অংশ ভ্রমণ করে এটি স্পষ্ট যে, কিসিঞ্জার একসময় যেভাবে (বাংলাদেশের) বর্ণনা করেছিলেন, তেমন ভয়াবহ দারিদ্র্যের অস্তিত্ব আর নেই। এটি শুধু রাজধানীর গুলশানের মতো চকচকে অংশের জন্য নয়, যেখানে হুয়াওয়ে, ফারজি ক্যাফে ও ম্যারিয়ট হোটেলের মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রতিযোগিতা করে। কারওয়ান বাজার-যাত্রাবাড়ীর মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতেও বিষণ্ণ মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে দেখা যায় না।

এসময় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করে জ্যোতি মালহোত্রা বলেন, রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণ শেখ হাসিনা খুব ভালোভাবেই জানেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাংলাদেশিরা যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি চায়, তা এনজিও দিতে পারবে না। তাই গত ১৪ বছরে তার দেশে সবধরনের সাহায্যের পাশাপাশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দিয়েছেন। তিনি শ্রীলঙ্কাকে দেখে শিক্ষা নিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তিতে বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন- পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছে একটি চীনা কোম্পানি; রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করছে রুশরা; রামপালে মৈত্রী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে ভারতের এনটিপিসির সঙ্গে ৫০:৫০ চুক্তি রয়েছে; ঢাকা মেট্রো নির্মাণে উল্লেখযোগ্য সহায়তা দিচ্ছে জাপান; এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে সংযোগের জন্য একটি চীনা কোম্পানি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ করছে; ঢাকার সংস্কারকৃত বিমানবন্দর জাপানিদের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে; আংশিকভাবে পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করবে একটি চীনা কোম্পানি; পায়রায় ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যানেল ড্রেজিং করছে বেলজিয়ামের একটি কোম্পানি।

প্রথম অগ্নিবীরদের প্রশিক্ষণ এ বছরের ডিসেম্বরে, সার্ভিস ২০২৩-এর মাঝামাঝিতেই : সেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে খুব শীঘ্রই।

অগ্নিপথ-কে ঘিরে দেশজুড়ে বিক্ষোভের মধ্যেই জানালেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। তিনি জানিয়েছেন, প্রথম অগ্নিবীরদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে, সক্রিয় সার্ভিস শুরু হবে ২০২৩-এর মাঝামাঝিতেই। সেনাবাহিনীর চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেছেন, আমি মনে করি যে যুবকরা অগ্নিপথ প্রকল্প সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে জানেন না। একবার তাঁরা এই প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারলে, তাঁরা বিশ্বাস করবে যে এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র যুবকদের জন্য নয়, এটি সকলের জন্যও উপকারী।'

সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে শুক্রবার জানিয়েছেন, প্রথম অগ্নিবীররা ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের রেজিমেন্টাল কেন্দ্রগুলিতে যোগদান করবে এবং আগামী বছরের মাঝামাঝি আমাদের অপারেশনাল এবং অ-অপারেশনালগুলিতে স্থাপনের জন্য উপলব্ধ হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আগামী ২ দিনের মধ্যে, http://joinindianarmy.nic.in-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। এর পর আমাদের সেনাবাহিনীর নিয়োগ সংস্থাগুলি রেজিস্ট্রেশন ও র‍্যালির বিস্তারিত সময়সূচী ঘোষণা করবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

৮ বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা. মানিক সাহা ভোট প্রচার। ছবি ঃ নিজস্ব

ডাম্পিং স্টেশন পরিদর্শন করলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সিইও

নজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।। তেলিয়ামুড়া শহর এলাকাকে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখতে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকার ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে ডাম্পিং স্টেশনের। শুক্রবার এই নির্মীয়মান ডাম্পিং স্টেশনের নির্মান কাজ পরিদর্শনে বড়লুঙ্গা এলাকায় যায় তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের সিইও তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি সহ তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার।

জানা যায়, পৌর পরিষদ এলাকার ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য তেলিয়ামুড়া বড়লুঙ্গা এলাকায় ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যায় করে নির্মাণ করা হচ্ছে ডাম্পিং স্টেশন। এই নির্মীয়মান ডাম্পিং স্টেশনটি পরিদর্শনে গেলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের সিইওতথা তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি এবং তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার।

উল্লেখ করা যায়, তেলিয়ামুড়া শহর এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পৌর এলাকার ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য প্রথমে তেলিয়ামুড়া সাতমাইল এলাকায় সরকারি অর্থ ব্যয় করে ডাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় সাত মাইল এলাকার তৈরি করা ড্রাপিং স্টেশনে আবর্জনা ফেলাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকার বসবাসকারী স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সহ সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল পৌর পরিষদকে। এর পর দীর্ঘ দিন জল ঘোলার পর অবশেষে বাধ্য হয়ে ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করে দেয় তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে পুনরায় তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকার আবর্জনা ফেলার জন্য তেলিয়ামুড়া বড়লুঙ্গা এলাকায় ডাম্পিং স্টেশন তৈরি করার কাজ শুরু হয় কয়েক মাস পূর্বে। সেই কাজ সরোজমিনে প্রত্যক্ষ করতে বড়লুঙ্গা এলাকায় গেলেন শুক্রবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক সহ পৌর পরিষদের পৌর পিতা। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি জানান, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে এই ডাম্পিং স্টেশনটি এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে ডাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে। অতি সহসাই এই কাজ পরিসমাপ্তি করা হবে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন তিনি।

এই ডাম্পিং স্টেশনটি চালু হলে তেলিয়ামুড়ার যত্রতত্র আবর্জনা আর পড়ে থাকতে দেখা যাবে না এবং একটি সুন্দর স্বচ্ছ তেলিয়ামুড়া গড়ে উঠবে বলে সচেতন মহলের ধারণা।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বেড়ে ১২,৮৪৭; আরোগ্যের হার ৯৮.৬৪ শতাংশ, মৃত্যু ১৪ জনের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আগের দিনের তুলনায় একটু বেড়ে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৮৪৭ জন। ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৩,০৬৩-তে পৌঁছেছে। স্বস্তি দিচ্ছে শুধু মৃত্যুর সংখ্যাই, বৃহস্পতিবার সারাদিনে দেশে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ১৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৮৪৭ জন। দেশে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ২.৪৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৩,০৬৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৪,৮৪৮ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৬৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৫,৮৪,০৩,৪৭১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৮১৭ জন (১.২১ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৭,৯৮৫ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,৮২,৬৯৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৪ শতাংশ।

রোশন পরিবার শোকে স্তব্ধ, হৃতিকের দিদিমা পদ্মারানি ৯১ বছরে প্রয়াত

মুম্বই, ১৭ জুন (হি.স.): রোশন পরিবার শোকে স্তব্ধ, ৯১ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন হৃতিক রোশনের মাতামহী পদ্মারানি ওমপ্রকাশ। দুঃখপ্রকাশ করেছেন হৃতিকের বাবা রাকেশ রোশন। প্রয়াত চলচ্চিত্র প্রযোজক জে ওম প্রকাশের স্ত্রী ছিলেন পদ্মারানি। ১৬ জুন, বৃহস্পতিবার ভোর তিনটেয় ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

পরিবার সূত্রে খবর, বয়সজনিত কারণে নানাবিধ অসুস্থতায় ভুগছিলেন পদ্মারানি। শয্যাশায়ী ছিলেন গত দু'বছর। শেষে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া বলিপাড়ায়। শোকস্তব্ধ হৃতিকের মা পিঙ্কি রোশনও। গত দু'বছর ধরে মাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বৃহস্পতিতে টিকা পেলেন ১৫-লক্ষাধিক প্রাপক, ভারতে ১৯৫.৮৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৫.৮৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৬৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৫,৮৪,০৩,৪৭১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ জুন সারা দিনে ভারতে ৫,১৯,৯০৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৬৯,১০,৩৫২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৫,১৯,৯০৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২,৮৪৭ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অগ্নিপথ-বিক্ষোভে তছনছ সেকেন্দ্রাবাদ; স্টেশনে ভাঙচুর, ট্রেনে আগুন

সেকেন্দ্রাবাদ, ১৭ জুন (হি.স.): "অগ্নিপথ" নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশন। বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দিল দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে, ভাঙচুর চালানো হয় স্টেশনে। স্টেশনে অবস্থিত অধিকাংশ স্টল ভেঙে ফেলা হয়, রেলের অনেক সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী।

শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশনে ভাঙচুর চালায় "অগ্নিপথ"-এর বিরোধী বিক্ষোভকারীরা। স্টেশনে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। রেল কর্মী ও দমকলের তৎপরতায় দীর্ঘ সময়ের পর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এই ঘটনায় কোনও যাত্রী হতাহত হননি। স্টেশনে অবস্থিত অধিকাংশ স্টল ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছুড়ে ফেলা হয় রেললাইনে।

বৃষ্টিতে আবারও স্বস্তি পেল দিল্লি-এনসিআর, আপাতত চলবে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিতে আবারও ভিজল রাজধানী দিল্লি। শুক্রবার সকালে দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিতে গরম থেকে অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী, তবে, বর্ষণের জেরে রাস্তায় জমে যায় জল। ফলে সকালের দিকে শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন। বৃষ্টির সৌজন্যে শুক্রবারও মনোরম পরিবেশ ফিরে পেল দিল্লি।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৫ দিন এভাবেই বৃষ্টি হবে দিল্লিতে। এই বৃষ্টিতে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি বলছেন আবহবিদরা। বৃষ্টির কৃপায় আগামী কিছুদিন তাপপ্রবাহ দিল্লির থেকে অনেকটাই দূরে থাকবে। আগামী ৫ দিন কখনও মাঝারি তো কখনও ভারী বৃষ্টিপাত হবে দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী এলাকায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দিল্লি লাগোয়া রাজ্যগুলিতেও।

খুনের

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থল থেকে ভাঙচুর করা দুটি গাড়িকে উদ্ধার করে নতুন বাজার থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

জলমগ্ন

● প্রথম পাতার পর

ছিল, পাশের বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, বাসের থেকে বেশি দূরত্বে ছিল না ওই ট্রান্সফরমার। বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্ধার করেন এবং বাসটি জলমগ্ন রাস্তা থেকে সরাতে সহায়তা করেন।প্রশ্ন উঠেছে, জলমগ্ন রাস্তায় জলের গভীরতা বোঝা সত্বেও ওই পথে ঝুঁকি নিয়ে কেন গেলেন বাস চালক, তার উত্তর পাওয়া যায়নি। স্কুলের প্রিন্সিপালের বক্তব্য, ছাত্রীদের নিয়ে বাস স্বাভাবিকভাবেই যাচ্ছিল। কিন্তু, রাস্তায় হটাৎ ইঞ্জিন বিকল হয়ে গিয়েছিল। তাই, বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীতে দমকল কর্মীরা ছাত্রীদের উদ্ধার করেছেন এবং আরেকটি বাস এসে তাঁদের বাড়িতে পৌছে দিয়েছে।

প্রায় সারারাত হাসপাতালেই কাটালেন রাহুল, থাকলেন মা সোনিয়ার সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): প্রায় সারারাত দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে কাটালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাহুলের মা, সারারাত মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন তিনি। কথা বলেছেন চিকিৎসকদের সঙ্গেও। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় রাহুল গান্ধীকে চতুর্থ দফার জিজ্ঞাসাবাদের মেয়াদ তিন দিন পিছিয়ে দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার ফের ডাকা হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই খবর পাওয়ার পর গভীর রাতে দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সোনিয়া গান্ধীকে দেখতে যান রাহুল।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাহুল প্রায় সারা রাত হাসপাতালে ছিলেন। সেখানে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ১ জুন সোনিয়ার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ও অন্য কিছু উপসর্গ দেখা দেওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় বেআইনি ভাবে অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৮ জুন সোনিয়াকেও তলব করেছিল ইডি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি হাজির হতে পারেননি। অন্য দিকে, সোম, মঙ্গল এবং বুধবার প্রায় ৩০ ঘণ্টা ধরে দিল্লির এপিজে আব্দুল কালাম রোডে ইডির সদর দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় রাহুলকে। চতুর্থ দফার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুক্রবার ফের রাহুলকে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু মায়ের অসুস্থতার কারণে সময় চেয়েছিলেন রাহুল। সেই আবেদন মেনে সোমবার ফের ডাকা হয়েছে তাঁকে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

পরিজনদের অভিযোগ ,যদি চিকিৎসক হাসপাতালে থাকতেন তাহলে তাদের মেয়ে বেঁচে যেত। তারা আরো অভিযোগ করে বলেন,এতবড় একটি হাসপাতাল আর সেই হাসপাতালে চিকিৎসকের বদলে দুই চতুর্থ শ্রেণীর স্বাস্থ্য কর্মী দিয়ে চলে রাতের পরিষেবা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ। অপরদিকে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ,বর্তমান উন্নয়নমুখী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে উন্নত করতে দিন রাত একাকার করে যাচ্ছে। অভিযোগ, গুনধর চিকিৎসক দীপাল চাকমা সরকারি দায়িত্ব কামাই করে সাদা রঙের একটি বিলাস বহুল টাটা গাড়ি নিয়ে দিনরাত বিভিন্ন ফার্মেসি ও ক্লিনিকে চেম্বার করে বেড়ান। আর সেই অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিনের। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো বৃহস্পতিবার রাতে। সূত্রের খবর,কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে রাতে কোন রোগী গেলে পরিষেবা পাওয়ার আসায় ঘন্টার পর ঘন্টা চিকিৎসকের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়। এমনকি রাতে নাকি হাসপাতালে রঙ্গিন নেশার আসরও বসে। তবে ঐ চিকিৎসক আমতা আমতা করে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চায়। অভিযোগ,এর পূর্বেও কদমতলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তীতে যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায়ভার রোগীর আত্মীয়দের উপর চাপিয়ে দেয় ।তবে দাবি উঠছে ঐ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক স্বাস্থ্য দপ্তর।

বিপদসীমার

● প্রথম পাতার পর

বৃষ্টিপাত হবে। তাই, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সমস্ত রকমভাবে প্রস্তুত রয়েছে। তাঁর কথায়, আজ দিনভর ভারী বর্ষণে বিশেষ করে আগরতলা শহরে জল জমেছে। তবে, ক্ষয়ক্ষতির এখনো খবর পাওয়া যায়নি।

তাঁর দাবি, জল নিষ্কাশনে আগরতলায় ১৭টি পাম্পের মধ্যে বর্তমানে ১৬ টি কাজ করছে। দ্রুত রাস্তায় জমা জল সরানো সম্ভব হবে। তিনি জানান, আজ আগরতলা শহর জলমগ্ন হওয়ার কারণে ৬টি দল উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ছিল। সিভিক ভলেনটিয়ারদের ৩টি এবং অগ্নি নির্বাপক, রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা ও জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর ১টি করে দল উদ্ধারকাজে সহায়তা করেছে। তাছাড়া, ৪০০ প্যাকেট খাবার বিলি করা হয়েছে।

রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব বলেন, হাওড়া নদীর জলস্তরের বিপদসীমা ৯.১৩ মিটার। কিন্ত ভারী বর্ষণের কারণে ওই বিপদসীমা অতিক্রম করে বর্তমানে জলস্তর বেড়ে হয়েছে ৯.৩৩মিটার। তবে, অযথা ভয় পাবেন না। সমস্যা শুধুই আগরতলা শহরে দেখা দিয়েছে। খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে, আশ্বস্ত করেন তিনি। তাঁর কথায়, সমস্ত জেলা শাসকদের নদীর জলস্তর বৃদ্ধির দিকে নজরদারি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে কঠিন পরিস্থিতি শক্ত হাতে মোকাবিলায় প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে ।এদিন রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক ড় শরৎ দাস বলেন, আগরতলায় জল জমে যাওয়ায় মানুষের জন্য ৭টি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। রাধানগরে রাধা মাধব মন্দির, ইন্দ্রনগর স্কুল, বিটারবন কমিউনিটি হল, ঋষি কলোনী কাসাম আলি স্কুল, দাস পাড়া স্কুল, মূলা পাড়া স্কুল এবং প্রতাপগড় স্কুলে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। এছাড়া, তুলশিবতী বালিকা বিদ্যালয়ে আরো একটি শরণার্থী শিবির খোলার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাড়িতে বসেই

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। অন্যদিকে ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে ৮০ ঊর্ধ ভোটারের সংখ্যা ছিল ৯১১ জন এবং দিব্যাঙ্গজন ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২৫ জন। এই কেন্দ্রে ভোট দিতে চেয়ে আবেদন করেছেন ৩৯০ জন। সেই মোতাবেক শুক্রবার থেকে নিয়ম মেনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণ করেন নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মীরা। তাদের আবেদন মোতাবেক পোস্টাল ব্যালট ইস্যু করা হয়। এছাড়া তাদের নাম তালিকায় মার্কিং করা থাকবে। সেই তালিকা নির্ধারিত বুথে যাবে। যাতে করে আর ভোট দিতে না পারেন। শনিবারও একই ভাবে ভোট নেওয়া হবে। তবে কেউ আবেদনের পর ভোট না দিলে সেই ভোটার আর ভোট দান করতে পারবে না বলে জানান রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা। তিনি সেই সমস্ত ভোটারদের কাছে আহ্বান জানান সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত বাড়িতে থাকার জন্য। মোট ১৯ টি টিম গঠন করা হয়েছে। তারাই দুই কেন্দ্রে গিয়ে ভোট নেবেন। দুজন করে পোল অফিসার থাকবে সেই টিমে। এছাড়া থাকবে পুলিশ অফিসার। এদিন উমাকান্ত একাডেমী থেকে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে ভোট নেওয়ার কাজে যায় কর্মীরা।

রাজপথে ডুবল গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

সকাল ১১ থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ১৪৫ মিলিমিটার পরিমান বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। যা বিগত ৬২ বছরের মধ্যে যে তিন বার অতি বৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। তিনি জানান, আগামীকালও ভারী বর্ষণের পূর্বাভাষ মিলেছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা প্রশাসন এবং আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে মানুষের সাহায্যার্থে অনেকগুলো নৌকা নামান হয়েছে। ওই নৌকায় মানুষের উদ্ধার এবং আটকে পরা মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নাগরিকদের জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা কেন্দ্র কন্টোল রুম খোলা রেখেছে। কোথাও গাড়ি, মানুষ আটকে পড়লে, জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে রোগী পৌছানোর জন্য বা রাস্তায় গাছ ভেঙ্গে পড়লে তা সমাধানের জন্য ১০৭৭ এই টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়াও আগরতলা পুর নিগমের ৯৮৬৩২০১৬৬৫ এই ওয়াটআপ নম্বরে মেসেজ পাঠাতে পারেন। তখন সমস্যা বুঝে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে ।সাথে তিনি যোগ করেন, বিদ্যুত বিপর্যয় ঘটলে সমস্যা সমাধানে বিদ্যুত দপ্তরের ১৯১২ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। এছারাও বিদ্যুত নিগমের ৯৮৬৩৫৯৬০৮১ এই ওয়াটআপ নম্বরে মেসেজ পাঠাতে পারেন। এদিন তিনি পুর নিগমের পক্ষ থেকে শহরের সকল নাগরিকদের সতর্ক বলেন আগামী দুদিন ভারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দুদিন ঘরে থাকতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবিলায় কর্মরত কর্মীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে সমস্ত স্কুল-কলেজ আগামীকাল শনিবার ছুটি ঘোষণা করেছে শিক্ষা দফতর। আজ সকাল থেকেই ভারী বর্ষণে পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ মেনে তাই, আগামীকাল স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষে সরকারী এবং সরকার অনুদানপ্রাপ্ত সমস্ত স্কুল এবং মাদ্রাসা আগামীকাল বন্ধ থাকবে। একইভাবে উচ্চ শিক্ষা দফতরও আজ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনার জেরে ত্রিপুরায় সমস্ত সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, টেকনিকেল ইনস্টিটিউট এবং প্রফেশনাল কলেজ আগামীকাল বন্ধ থাকবে ।প্রসঙ্গত, আজ স্কুল পড়ুয়াদের জন্য অভিভাবকরা ভীষণ চিন্তায় পড়েছিলেন। কারণ, মুষলধারে বৃষ্টিপাতে আগরতলায় বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। এমনকি কয়েকটি স্কুলেও জল ঢুকে পড়েছিল। ফলে, স্কুল ছুটির পর সন্তানদের বাড়ি আনতে গিয়ে অনেকের কালঘাম ছুটেছে। তাছাড়া, জলমগ্ন মাঝ রাস্তায় স্কুলের বাস বিকল হয়ে পড়েছিল। দমকল বাহিনী গিয়ে ছাত্রীদের উদ্ধার করেছে। স্বাভাবিকভাবে, আগামীকাল পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে, এমনটা অনুমান করা হচ্ছে। তাই, স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশের কালঘাম ছুটছে। কারণ, বৃষ্টি থামছে এবং জল নামছে না। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলায় ১৪৫.৬ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, রাত পর্যন্ত টানা বর্ষণ হবে। ফলে, আগরতলার পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে, বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। কারণ, হাওড়া নদীর জলস্তর ক্রমেই বিপদসীমার কাছাকাছি পৌছে গেছে।

সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে শহর আগরতলায় কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতি হয়েছে। শহরের মূল রাস্তাগুলি জলে থৈ থৈ করছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে বার এসোসিয়েশনের ঘর পুরো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল ব্যহত হয়েছে। বেশ কয়েকটি অফিসেও জল ঢুকে গেছে। রাস্তায় জলের পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল, একটি স্কুল বাস মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দমকল কর্মীদের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা আগরতলা শহরের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ইন্দ্রনগর আইটি ভবনে গেছেন। সেখান থেকে বিভিন্ন রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ ভোরে এবং সকাল আনুমানিক এগারটা থেকে বৃষ্টিপাতের কারণে আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সকাল এগারটা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি লাগাতর চলছে। ফলে, জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা পুরোদস্তুর বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পুর নিগমের দাবি, আগরতলায় সমস্ত পাম্প হাউজ লাগাতর প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। কিন্তু, বৃষ্টির পরিণাম অত্যাধিক হওয়ায় সামাল দেওয়া মুশকিল হচ্ছে।

আজ আগরতলায় বনমালিপুর, পূর্ব থানা রোড, মহানাম অঙ্গন সরণি, জেকশন গেইট, আর এম এস চৌমুহনী, বিদুরকর্তা চৌমুহনী, কর্ণেল চৌমুহনী, হরিশ ঠাকুর রোড, বিজয়কুমার চৌমুহনী, আইজিএম চৌমুহনী, শিশু বিহার স্কুলের রাস্তা ও পেছনের গলি, ধলেশ্বর, নেতাজী চৌমুহনী, নর্থ গেইট, লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ি রোড, হারাধন সংঘ, প্রগতি রোড, শকুন্তলা রোড, মন্ত্রীবাড়ি রোড এবং চন্দ্রপুর ও বলদাখাল এলাকা জলে টই টুম্বুর। অটো কিংবা ছোট গাড়ি যাতায়াতের পক্ষে সম্ভবব হচ্ছে না। তাছাড়া, ওই রাস্তাগুলি নিয়মিত যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় শহরের অন্যান্য রাস্তায় তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে।

গুয়াহাটিতে জাতীয় ক্রিকেট, ত্রিপুরা শনিবার মহারাষ্ট্রের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।অবশেষে পেলো স্বস্তি। বন্ধ হলো মুষলধারে বৃষ্টি। আজ উদ্বোধন হবে জাতীয় জুনিয়র অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের ফুটবল। অসমের সোনাপুরের এল এন আই টি মাঠে হবে খেলা। শুক্রবার সন্ধ্যায় হয় ম্যানেজারদের নিয়ে সভা। উদ্যোক্তাদের। তাতে যাবতীয় নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হয় ৫ দলের কোচ এবং ম্যানেজারদের। প্রতিদিন সকাল ৯ টায় এবং দুপুর দেড়টায় হবে ম্যাচ। তবে এদিনেও হোটেলবন্দী ছিলেন ফুটবলাররা। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিনা অনুশীলনেই মাঠে নামতে হবে ত্রিপুরাকে। তবে এদিন হোটেলে নিজেদের রুমে হালকা স্ট্রেচিং করে নেয় বাসন্তি রিয়াং-রা। কোচ শুভেনজিৎ সিনহার তত্বাবধানে কন্ডিশনিং করেন ফুটবলাররা। সন্ধ্যায় ম্যানেজার মিটিং সেরে রাজ্য দলের কোচ শুভেনজিৎ সিনহা টেলিফোনে বলেন, 'সবদেলর একই অবস্থা। বৃষ্টির জন্য কোনও দলই অনুশীলন করতে পারেনি। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা খুব একটা ভালো থাকবে না মনে হচ্ছে। তাই ম্যাচ নিয়ে অগ্রিম কিছু বলা মুস্কিল। আমার মেয়েরা যদি দৌড়াতে পারে জল জমে থাকা মাঠে তাহলে জয় দিয়েই আসর শুরু করবো আমরা'। এদিকে আসরে ত্রিপুরাকে রাখা হয়েছে 'এফ' গ্রুপে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা ছাড়া রযেছে চন্ডিগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র এবং দাদরা এবং নগর হাবেলী। ১৮ জুন ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র, ২০ জুন চন্ডিগড়, ২২ জুন দাদরা এবং নগর হাবেলী, এবং ২৪ জুন গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে ওড়িশার বিরুদ্ধে। গ্রুপ থেকে একটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। ত্রিপুরা দল: টেরেসা ডার্লং, সুয়ারি দেববর্মা, শিবি দেববর্মা, জিবীকা দেববর্মা,বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা, বাসন্তি রিয়াং (অধিনায়িকা), কবিতা দেববর্মা (সহ অধিনায়িকা), রেজিনা ডার্লং, লালনুনগাইয়ালি ডার্লং, শায়ারি ত্রিপুরা, শর্মিলা মুন্ডা, মানিনা জমাতিয়া, ইলি হালাম, আলিশা দেববর্মা, মৌসুমী মুন্ডা, স্নেহা দেবনাথ, কল্পনা নায়েক, ত্রিশা দাস, লক্ষ্মী দেবনাথ, অনিতা কুমারী জমাতিয়া, রেশ্মি কলই, শুয়ারি দেববর্মা। কোচ: শুভেনজিৎ সিনহা, সুশান্ত দেববর্মা। ম্যানেজার: দ্রুপদী দেববর্মা।

রঞ্জি সেমিফাইনালে চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলা, জয়ের লক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশ

আলু (কর্নাটক), ১৭ জুন।। কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বাংলা। রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনাল ম্যাচ। জয়ের জন্য বাংলার আরও ২৫৪ রানের প্রয়োজন। হাতে রয়েছে ৬ উইকেট। অধিনায়ক ঈশ্বরণ উইকেটে রয়েছেন ঠিকই, তবে নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার মনোজ তেওয়ারি আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরেছেন বলে বাংলার শিবিরে কিছুটা চিন্তার ছাপ রয়েছে। প্রথম ইনিংসে শতরানকারী আরও একজন শাহবাজ এখনও ব্যাট করতে নামে নি বলে বেঙ্গল কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখছে। কর্নাটকের আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল ম্যাচে বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশের মধ্যে খেলা। বাংলার বোলাররা বিশেষ করে শাহবাজ এবং প্রদীপ্ত প্রামানিক দুর্দান্ত বল করে মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮১-তে থামিয়ে কিছুটা ভালো কাজ করেছে। এখন দেখার বিষয় আগামীকাল ম্যাচের পঞ্চম তথা অন্তিম দিনে বাংলার ব্যাটার্স-রা কতটুকু এগিয়ে নিতে পারে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মধ্যপ্রদেশ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। দেড় দিনে মধ্যপ্রদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৪১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে বাংলা তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করে ২৭৩ রানে। ৬৮ রানে লিড নিয়ে মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ১১৪.২ ওভারে ২৮১ রান সংগ্রহ করে নেয়। এবার জয়ের জন্য ৩৫০ রানের লক্ষ্যে বাংলা তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলা ৯৬ রান সংগ্রহ করে নিয়েছে। অধিনায়ক এ.আর ঈশ্বরণ ৫২ রানে উইকেটে রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে অনুষ্ঠুপ মজুমদার ব্যক্তিগত আট রানে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইনিংসে হিমাংশু মন্ত্রীর ১৬৫ রান এবং অক্ষত রঘুবংশের ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য। বাংলা দলের মনোজ তেওয়ারি ও শাহবাজের জোড়া শতরান উল্লেখ করার মতো। দ্বিতীয় ইনিংসে মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক আদিত্যে শ্রীবাস্তবের ৮২ রান এবং রজত পাতিদার-এর ৭৯ রান দলের স্কোর সমৃদ্ধ করেছে। বোলিংয়ে শাহাবাজের সাফল্য ৫/৭৯ চোখে পড়ার মতো।

প্রাইজমানি রেটিং দাবা শুরু ২৪শে, দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ উদ্যোক্তাদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। দ্বিতীয় বর্ষ রেটিং দাবায় ব্যাপক সাড়া। ২৪ জুন থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় বর্ষ মা মানিক স্মৃতি প্রাইজমানি রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। চলবে ২৯ জুন পর্যন্ত। এন এস আর সি সি-র ভারোত্তোলন হলে হবে আসর। আপাতত দেশ এবং দেশের বাইরের প্রায় ২০৭ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত ভিন রাজ্যের দাবাড়ু কতজন আসরে অংশ নিতে পারবে তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ উদ্যোক্তা পান্না আহমেদের। ক্রমাগত বৃষ্টিতে ত্রিপুরার সঙ্গে পূর্বোত্তরের অন্য রাজ্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যত সড়কপথে। ওই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে বিমানের ভাড়াও চড়াও করা হয়ে গেছে। ফলে অরুনাচল প্রদেশ, মনিপুর এবং অসমের দাবাড়ুরা শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে পারবে কীনা তা নিয়ে চিন্তায় উদ্যোক্তারা। আসরের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এবছর প্রাইজমানি বাড়িয়ে দ্বিগুন করা হয়েছে। মোট ২.২৫ প্রাইজমানি ঠিক করা হয়েছে। আসরের সেরা দাবাড়ু সুদৃশ্য ট্রফি সহ পাবেন ৩৩ হাজার টাকা। এছাড়া থাকছে আকর্ষনীয় পুরস্কার। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশপাশি এবার আসরে অংশ নিচ্ছেন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের দুই জন দাবাড়ু।

যা আসরের আকর্ষন আরও বাড়াবে বলা বাহুল্য। রাজ্যের প্রায় ১০৫ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিচ্ছে বলে খবর। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এক সাক্ষাৎকারে উদ্যোক্তা পান্না আহমেদ বলেন, 'হাতে আর কয়েকদিন সময় আছে। আশাকরি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এবং ভিন রাজ্যের দাবাড়ুরা অংশ নেবে আসরে'। ২১ জুন আসরে অংশ নেওয়ার শেষ দিন। ভিনরাজ্যের প্রতিভাবান দাবাড়ুদের সঙ্গে খেলে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাবে রাজ্যের দাবাড়ুরা। ফলে যে সকল দাবাড়ুরা এখনও আসরে অংশ নেয়নি তাঁদের অতিসত্তর এন্টি নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এন্টি ফি ১৮০০ টাকা।

দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু, ইন্ডোর-ই ভরসা জুনিয়র ক্রিকেটারদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ভরসা এখন ইন্ডোর হলই। ওই ইন্ডোরেই চলছে দ্বিতীয় পর্বের শিবির। শুক্রবার সারাদিন অবিরামগতিতে যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে আগামী কয়েকদিন ইন্ডোরই ভরষা জুনিয়র ক্রিকেটারদের। এম বি বি স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় আপাতত অনুশীলন করার সুযোগ নেই বললেই চলে। কারন মুষলধারে বৃষ্টিতে মাঠে জমে গেছে জল। ঘাসও অনেকটা বড় হয়ে গেছে। ২৫ জন অনূর্ধ-১৬ ক্রিকেটারদের নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ২১ দিন ব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। এদিন সকালে এবং বিকেলে ইন্ডোর হলেই হয় প্রশিক্ষণ। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় এদিন বিকেলে অনুশীলন কিছুটা কম হয়। রাজ্য সরকার থেকে শনিবার স্কুল ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে আজ সারাদিনই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ সময়ে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাও হয়তোবা অনুশীলন বন্ধ রাখবে আজ। কারন এদিনের ক্রমাগত বৃষ্টিতে সারা শহর জলময়। এদিন অনুশীলনে ব্যাটিং বোলিং করানোর পাশাপাশি ক্রিকেটারদের ড্রিল করানো হয়। আগামী মরশুমে অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে ভালো ফলাফলের লক্ষ্যেই ওই শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হল:অনিশ দাস, সুব্রত চক্রবর্তী, কনভ চক্রবর্তী, রাজেশ পাল, সঞ্জয় সরকার, শুভ্রজিৎ ভৌমিক, সন্দীপ শীল, শৌভিক চক্রবর্তী, কার্তিক পাল, অভিক পাল, রিয়াজুল ইসলাম, জুয়েল আহির, রূবেল আহমেদ, দীপঙ্কর ঋষি দাস, বিশাল দাস, দ্বীপজয় সিনহা, দেবব্রত ঋষি দাস,কুশ রায়, সুরজ গুরুং, আকাশ নাথ, ইমন ত্রিপুরা, ধোনি রিয়াং, আয়ুষ শ্যামল দেবনাথ, গৌরব রায়, শুভজিৎ সূত্রধর এবং শরিপ উদ্দিন। চিফ কোচ: গৌতম সোম, কোচ: রাশুদেব দত্ত, সুজিৎ রায়, সুবল চৌধুরি, সন্দীপ ব্যানার্জি, অনুপ কুমার দাস, দেবব্রত চৌধরি, অনুপম দে। ট্রেণার: উত্তম কুমার দে, অজিতাভ নাথ, সুখেন্দু দে। ফিজিও রাজন চৌধুরি।

ড়ান্ত হয়ে গেল কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের ৩২টি দেশের নাম

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.) : আগামী ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ। দীর্ঘ যোগ্যতা অর্জন পর্বের পর সবক'টি দলই চূড়ান্ত হয়ে গেল।

গত ১ এপ্রিল বিশ্বকাপের ড্র এবং সূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনটি জায়গা বাকি ছিল। সম্প্রতি সেই তিনটি জায়গার যোগ্যতা অর্জন করেছে ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া এবং কোস্টা রিকা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভালভাবেই শুরু করে দিয়েছে প্রতিটি দেশ। ইউরোপের দেশগুলি ব্যস্ত নেশনস লিগে খেলতে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে ব্যস্ত। কাতারের প্রবল গরমের কথা মাথায় রেখে দীর্ঘ দিন আগেই প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবারের বিশ্বকাপে এশিয়া থেকে প্রথম বার ছ'টি দেশ খেলবে। আয়োজক দেশ হিসাবে কাতার বিশ্বকাপে খেলছে।

এছাড়া, জাপান, কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরান এবং অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রথম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ব্রাজিল। বিশ্বকাপের প্রতিটি গ্রুপ নীচে দেওয়া হল:

গ্রুপ এ: কাতার, ইকুয়েডর, সেনেগাল, নেদারল্যান্ডস
গ্রুপ বি: ইংল্যান্ড, ইরান, আমেরিকা, ওয়েলস
গ্রুপ সি: আর্জেন্টিনা, সৌদি আরব, মেক্সিকো, পোল্যান্ড
গ্রুপ ডি: ফ্রান্স, ডেনমার্ক, টিউনিশিয়া, অস্ট্রেলিয়া
গ্রুপ ই: স্পেন, জার্মানি, জাপান, কোস্টা রিকা
গ্রুপ এফ: বেলজিয়াম, কানাডা, মরক্কো, ক্রোয়েশিয়া
গ্রুপ জি: ব্রাজিল, সার্বিয়া, সুইৎজারল্যান্ড, ক্যামেরুন
গ্রুপ এইচ: পর্তুগাল, ঘানা, উরুগুয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রঞ্জি ফাইনালের দোরগোড়ায় মুম্বাই, দুই ইনিংসেই যশস্বীর শতরান

জাস্ট ক্রিকেট, কর্ণাটক, ১৭ জুন।। ফাইনালের দোরগোড়ায় মুম্বাই। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। সেমিফাইনালে পিছিয়ে ছিটকে যেতে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশকে। রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে কর্নাটকের জাস্ট ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে। মুম্বাই বনাম উত্তরপ্রদেশের মধ্যে। মুম্বাই এই মুহূর্তে অর্থাৎ চতুর্থ দিনের খেলা শেষে ৬৬২ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে তাদের এখনও ৬ উইকেট বর্তমান। আগামীকাল, শনিবার ম্যাচের পঞ্চম তথা অন্তিম দিনে উত্তর প্রদেশ দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট করলে ম্যাচটা হয়তো ড্রতে শেষ হবে। প্রথম ইনিংসে মুম্বাই ২১৩ রানে লিড নিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বাই এ পর্যন্ত ১৪৪ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ৪৪৯ রান সংগ্রহ করে নিয়েছে। স্বাভাবিক কারণে আগামীকাল মুম্বাই উত্তরপ্রদেশকে ব্যাটিংয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানালেও জয়ের জন্য উত্তরপ্রদেশের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়াবে ৬৬৩ রানের। যদিও উত্তরপ্রদেশের কাছে তা অনেকটাই অসম্ভব বিষয়। প্রথম ইনিংসে মুম্বাইয়ের যশস্বী ভূপেন্দ্র জয়সওয়ালের শতরান এবং হার্দিক জিতেন্দ্রর ১১৫ রান উল্লেখযোগ্য।

উত্তরপ্রদেশের পক্ষে বড় স্কোর শিভম মাভির ৪৮ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বাইয়ের যশস্বী ভূপেন্দ্র ১৮১ রান সংগ্রহ করেন। আরমান জাফরের ১২৭ রানও উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে মুম্বাইয়ের করণ শর্মা ৪৬ রানে ৪ উইকেট পেয়েছিল।

PNIeT No:- 11/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No.118/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22. (3rd Call)	Rs. 3664833.00	Rs. 36648.00	90 (Ninety) days	Appropriate Class
2	DNIeT No.119/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22. (3rd Call)	Rs. 3664833.00	Rs. 36648.00	90 (Ninety) days	
4	DNIeT No.121/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22. (3rd Call)	Rs. 3664833.00	Rs. 36648.00	90 (Ninety) days	

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 05-07-2022 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 06-07-2022 at 16.30 Hrs
- Website for Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
- Tender Fee : 1000.00 each,(non refundable)
- Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-943635599955/03826-267230

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Sd/-(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District,Tripura

ICA-C-924/22

ইম্ফলে পূর্বাঞ্চলীয় জুডো রাজ্যদল গঠন রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। পূর্বাঞ্চলীয় জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা হবে মনিপুরের ইম্ফলে। ২৭-৩০ আগস্টে আসর হবে সাব জুনিয়র, জুনিয়র এবং ক্যাডেটের বালক এবং বালিকা বিভাগে। আসরে অংশ নেবে ত্রিপুরা। দলগঠনের লক্ষ্যে ত্রিপুরা দলের নির্বাচনী শিবির ১৯ জুন। ওই দিন সকাল ৯ টায় উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে হবে নির্বাচনী শিবির। কোচ এবং অফিসিয়ালদের ওইদিন যথাসময়ে উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়েনবরাম কৃষ্ণ কলই-এর কাছে রিপোর্ট করতে রাজ্য জুডো সংস্থার যুগ্ম সচিব কিশোর দাস অনুরোধ করেছেন।

শান্তিরবাজারে ক্রিকেট ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। মুষলধারে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। শান্তির বাজার মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটের। শুক্রবার বাইখোরা স্কুল মাঠে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো জোলাইবাড়ি স্কুল এবং উত্তর তাউখোমা স্কুলের। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়েই খেলা স্থগিত রাখা হয়। এদিন প্রায় সারা দিনই বৃষ্টি হয়। ফলে আগামী কয়েকদিন আসরের খেলা করার সম্ভবত সম্ভব হবে না উদ্যোক্তাদের। প্রসঙ্গত: বৃহস্পতিবার আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে বাইখোরা স্কুল জয়লাভ করেছিলো

অসুস্থ ক্রিকেটারের পাশে টি সি এ, ক্লাব ক্রিকেট শুরু আগস্টে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। এগিয়ে আনা হচ্ছে ক্লাব ক্রিকেট। আগামী মরশুমে ক্লাব ক্রিকেট শুরু আগস্ট মাস থেকে। শুক্রবার ওই সিদ্ধান্ত নেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা। প্রবল বর্ষণে একাকার গোটা আগরতলা শহর। শুক্রবার সকাল থেকেই কালো চাদরে ঢেকে আকাশ। যার প্রভাবে অবিরাম বারীধারা। এর মধ্যে ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বর্তমান পরিচালন কমিটি নিজেদের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন সভাপতিকে নিয়ে ক্লাবগুলোর সঙ্গে করলো বৈঠক। বৈঠকে অধিকাংশ ক্লাবের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিস্তর আলোচনা হলো আসন্ন ক্লাব ক্রিকেটকে ঘিরে। সিধান্ত হলো যে, আগস্ট মাসেই শুরু হবে টিসিএর তরফে ক্লাব ক্রিকেট। একই ভাবে ক্লাবগুলোকে আর্থিক অনুদান দেবার বিষয়টি ও ঘোষণা করা হলো। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টি সি এ-র সভাপতি তপন লোধ, টি সি এ-র যুগ্ম সচিব কিশোর দাস। একই সঙ্গে দুইজন অসুস্থ প্রাক্তন ক্রিকেটার তারকেশ্বর দাম ও রাজেশ দেববর্মাকে আর্থিক অনুদান দেবার বিষয়ে ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

CORRIGENDUM

Name of Work : Procurement of BIS certification marked Alumino Ferric (Grade-4 of IS 299:2012, Fifth Revision with latest amendment) for the water treatment plants within Agartala Municipal Corporation (AMC) area under Tripura Jal Board during the year 2022-23 (Deposit Work).
Ref. D'NIe-T No. 09/CE/PWS(DWS)/2022-23
P'NIe-T No. 02/EE/DWS/SD/AGT/2022-23 dt. 12-05-2022 & Memorandum dt. 07-06-2022
In accordance with the provision laid down in the Clause-9 'Amendment to Bid Documents' at page No.20 under SECTION-II: Special Instructions to Bidders of the D'NIe-T No. 09/CEPWS(DWS)12022-23, following modifications are done:
1. Please read "41.1 and 41.2" in place of "54.2" in the first para of the Clause No. 41.5 at page No. 61 under SECTION-IV: Conditions of Contract of the D'NIe-T.
2. Please read "Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Schemes-2017 or Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Schemes (TIIPIS), 2022" in place of "Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Schemes-2017" in the Clause No. 3.1.1(f) at page No. 18 and Clause No. 16.3.1 & 16.3.2 at page No. 26 and Clause No. 16.6.1 under Sl. No. 5(i) at page No. 27 and Sl. No. 6 of the Checklist at Annexure-V at page no. 43 of the D'NIe-T..
3. Please read "a Small Scale Industry (SSI) as per TIIPIS-2017 or an eligible enterprises as per TIIPIS-2022" in place of "a Small Scale Industry (SSI)" in the Clause No. 3.1.1 (d) & (f) at page No. 18 and Clause No. 16.6.1 under Sl. No. 3 at page No. 27 and Sl. No. 4 of the Checklist at Annexure-V at page no. 43) of the D'NIe-T.
4. Please read "SSI Unit as per TIIPIS-2017 or an eligible enterprises as per TIIPIS-2O22" in place of "SSI Unit" in the Clause No. 3.1.1 (g) at page No. 18 and Clause No. 16.6.1 under Sl. No. 5(ii) at page No. 27 and Sl. No. 7 of the Checklist at Annexure-V at page no. 43 of the D'NIe-T.
5. The following extension of date are also made:-
a. Bidding document downloading :- upto 3.00 PM on 30/06/2022.
b. Online Bidding :- Upto 3.00 P.M on 30/06/2022. c. Opening of technical bid:- At 4.00 P.M on 30/06/2022.
All other terms & conditions of the D'NIe-T shall remain unchanged.

Sd/-(Er. Ashoke Mallik)
Executive Engineer,
DWS Store Division
Nandannagar, Agartala, Tripura.

ICA/C/938-22

Memo No7(39)/EE/DWS/SD/AGT/563-618. Dated 15/06/2022

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-11/EE/RD/TLM-DIV/2022-23, Dt.13.06.2022.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 27/06/2022 for 01 (one) No. construction work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766/9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA-C-933-22

SHORT NOTICE INVITING Re-QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed rate quotation in the plain paper from the interested, experienced and registered bidders for Supply of **Desktop Computer set with Printer etc for VC/ Block under Tulashikhar RD Block in connection with implementation of Rastriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) Scheme during year 2021-22 FY. The sealed quotation should reach to the Office of the BDO, Tualshikhar RD Block, Khowai District Tripura latest by 22-06-2022 by 3.00 PM.** The items and specification as below may also be

Sl No	Name of Items	Branded	Description of Items	Unit/ Quantity	Rate each per unit in Rs.
1	Desktop, computer Monitor	HP	20 Inch Display	14 nos	
2	Desktop, computer CPU,	HP	Processor Intel Celeron J4025 (2.0 GHz base frequency, up to 2.9 GHz burst frequency, 4 GB L2 cache, 2 cores), Speed:2 OGHz, Operating system Windows 10 Home 64, DOS, Memory: 4 GB DDR4-2400 SDRAM (1x4GB), Memory & Storage:4 GB Memory, 1TB HDD storage: Display 19 Inch, Resolution 1440 X900 pixel camera: HD720 P Fixed Focus: Audio:2X2W speaker (Dolby Audio) connectivity: WiFi 5, Blutooth:4.0, In the box: All in one (AIO) wired key board, wired mouse, power Adopter.	14 nos	
3	Key board	HP		14 nos	
4	Mouse	HP	HPx500 optical wired mouse	14 nos	
5	Printer	HP	HP Laser jet [illegible] 108 A	14 nos	
6	UPS	HP	Zebronic (input Voltage-140-300vac, 600 VAUPS	14 nos	

The tender box under lock & key will be kept open for dropping of tender by the intending bidder in the office of the undersigned from **13-06-2022 to 22-06-2022** from 10.30 am to 3.00 pm accept Govt. Holidays and the box will be opened on the last day i.e **22-06-2022** at 3.30 pm. If possible in presence in the interested supplier who have participated in the quotation. If the last date of tender dropping/opening of tender is paralyzed due to any unforeseen reason, the next working day will be the last of dropping/opening of tender box.

Security Deposit in the shape of Earnest money of Rs. 10,000/- (ten thousand only) in the form of Cheque or Demand draft should be deposited in favour of the Block Development Officer, Tulashikhar RD Block, from any scheduled bank guaranteed by the RBI, Earnest money in cash & any other from will not be accepted and without earnest money, the submitted rate quotation shall be-summarily rejected.

The quality of articles should be in good condition. The intending bidder should quote the rate as prescribed format given below along with copy of (I) **CRC/PRTC**, (II) **PAN card**, (III) **GST Registration**, (Iv)Tax clearance certificate of valid bidder and permanent resident of Tripura, self attested. Any incomplete tender will summarily be rejected.

ICA-C-929/22

Block Development Officer
Tulashikhar RD Block
Khowai Tripura.

আবারো অসম ত্রিপুরা সীমান্তে আটক কোটি টাকার গাঁজা,ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ জুন।। আবারো ত্রিপুরা পুলিশের মুখে জামা ঘষে দিল অসম পুলিশ।ফের অসম ত্রিপুরা সীমান্তে আটক কোটি টাকার অধিক শুকনো গাঁজা।এবার অভিনব কায়দায় গাঁজা পাচার করতে গিয়ে শেষ রক্ষা হল না দুটি টিপার গাড়ি সহ এক চালকের।জানা গেছে বৃহস্পতিবার বিকালে ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে. দুটি ছয় চাকার খালি ট্রিপার অসম সীমান্তে প্রবেশ করলে অসমের করিমগঞ্জ জেলার চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশের সন্দেহ হয়। তারপর গাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালালে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে।পুলিশি তদন্তে দেখা যায় যে,গাড়ি দুটির মূল ক্যারিং বডিতে বিশেষ সুকৌশলে বক্স বানিয়ে গাঁজা বোজাই রয়েছে।এতে পুলিশের পক্ষে গ্যাস কার্টার দিয়ে একটি গাড়ির বডি কাটা হলে উক্ত গাড়ি থেকে ৭৩ প্যাকেটে প্রায় পাঁচ কুইন্টাল শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে অসম পুলিশ।প্রবল বৃষ্টির কারনে পরবর্তী গাড়িতে এদিন রাতে তল্লাশি চালাতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে।তাই শুক্রবার সকালে দ্বিতীয় গাড়িটিতে তল্লাশি করলে উক্ত গাড়ি থেকে সেই কৌশলে ৪৪ প্যাকেটে পাঁচ কুইন্টাল একুশ কেজি অর্থাৎ দুটি গাড়ি থেকে প্রায় এক টনের উপর শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয় করে অসম পুলিশ।অপরদিকে দুটি গাড়ির মধ্যে দ্বিতীয় গাড়ির চালক পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।তবে প্রথম গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ।ধৃত চালকের নাম লিটন সরকার পিতা মৃত সুনিল সরকার।তার বাড়ি সুনামুড়া এলাকায়।এ বিষয়ে চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস জানান, তাদের রুটিন তল্লাশি চলাকালীন সময়েই আসে এই সাফল্য। তিনি বলেন, উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মুল্য এক কোটি টাকার অধিক হবে। পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে। পাশাপাশি শুক্রবার ধৃত চালককে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করে অসম পুলিশ

মুঙ্গিয়াকামীর ৪৭ মাইল এলাকায় পানীয় জলের সংকট তীব্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।। সুখা মরশুম কিংবা বর্ষাকালেও তীব্র পানীয় জলের সমস্যায় ভোগছে প্রত্যন্ত এলাকার পাহাড়ী জনপদে বসবাসকারী গিরিবাসীরা। দীর্ঘ বছর ধরে পানীয় জলের অভাবে জর্জরিত সমস্যায় ভোগলেও সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নেই এমনই অভিযোগ প্রত্যন্ত এলাকা গিরিবাসীদের। ঘটনা মুংগিয়াকামি ব্লকের আঠারোমুড়া এ ডি সি ভিলেজের ৪৭ মাইল এলাকার মনিজয় রিয়াং পাড়ায়।

এলাকাটি মূলতঃ রিয়াং জনজাতিদের সম্প্রদায়ের গিরিবাসীদের বসবাস। ওই এলাকায় অধিকাংশ পরিবারের জুমিয়া।এলাকাটিতে বর্তমানে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। কিছু কিছু জায়গায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছানো হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো বর্তমানে না থাকার মত অবস্থায় পরিনত। এখন একমাত্র ভরসা গাড়ির মাধ্যমে ডি ডাব্লিউ এস দপ্তরের তরফে যে জল সববরাহ করা হয় সেই জল। অভিযোগ ডি ডাব্লিউ এস দপ্তরের তরফে নিয়মিত জল সরবরাহ করা হয় না।

এলাকার মহিলাদের অভিযোগ একদিন জল দিলে দু-তিন দিন জল পৌঁছায় না এলাকায়। তাও যে পরিমানে জল দেওয়া হয় তা দিয়ে তাদের সংকুলান হচ্ছেনা। অগত্বা বাধ্য হয়ে এলাকার গিরিবাসীরা ছড়ার জল কিংবা পাহাড়ের গা চুসে পড়া জল দিয়েই দিনের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আর এই অপরিশ্রুত জল পান করে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে ওই এলাকায় বসবাসকারী জনগণের। তাদের আরও অভিযোগ, প্রতিবছর এক জায়গায় জল পাওয়া যায় না।জলের জন্য বছর বছর এ পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে উঠে যেতে হয় তাদের। স্নানের জল থেকে শুরু করে পানীয় জল এর ব্যবস্থা একমাত্র পূর্বপুরুষদের শেখানো পথ অনুসারে করে বেঁচে থাকার সংগ্রামে রয়েছেন তারা। এলাকবাসীর তরফে দাবি উঠছে অতি দ্রুত তাদের পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের যেন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ প্রতিফলিত হবে উপনির্বাচনের ফলাফলে: গৌরব গগৈ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। লোকসভায় বিরোধী দলের উপনেতা এবং কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা গৌরব গগৈ আজ বলেছেন যে রাজ্যের মানুষের মধ্যে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ উপনির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত হবে। কংগ্রেস ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে গগৈ বলেন, "বিজেপি মানুষের প্রত্যাশা পূরণে খারাপভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যখন পুরো মহামারীতে অনিশ্চয়তার মেঘ বিরাজ করছিল, তখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তার পুঁজিবাদী বন্ধুদের খাজনা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ছিল। তিনি আরও বলেন, বিজেপি শাসনামলে আদানি, আম্বানি এবং পতঞ্জলির মতো বিজেপির কর্পোরেট বন্ধু ছাড়া কেউ কোনো সুবিধা পায়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের মুখে। মোদী সরকারের ত্রুটিপূর্ণ ও অদূরদর্শী নীতির কারণে হাজার হাজার ছোট ব্যবসা বন্ধ রয়েছে।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পর্কে তিনি বলেন, ত্রিপুরার পরিস্থিতি ভিন্ন নয়। বিজেপি সমর্থিত মোটর সাইকেল স্কোয়াডগুলি প্রায়ই রাস্তায় লোকজনকে আতঙ্কিত করে চালায়। কেউ নিরাপদ না. মহিলা, বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা বিজেপির হিংসাত্মক কৌশলের শিকার হচ্ছে। কিন্তু, মানুষ দেরী করে সাহস দেখাতে শুরু করেছে। মানুষের এই ক্ষোভ অবশ্যই আগামী উপনির্বাচনে প্রতিফলিত হবে। ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করার অভিযোগ এনে গগৈ বলেন, গত আট বছরে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কোনো বিজেপি নেতা তদন্তের রাডারে আসেননি।

অগ্নিপথের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বিহার; ফের আগুনে পুড়ল ট্রেন, উত্তেজনা উত্তর প্রদেশেও

পাটনা, ১৭ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ক্রমেই উত্তপ্ত ও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে বিহার। বিহারে আবারও হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে অগ্নিপথ বিরোধী বিক্ষোভ।

লাকিসরাই জংশন স্টেশনে আগুনে জ্বলল ট্রেন। বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছেছে উত্তর প্রদেশের বালিয়া রেল স্টেশনেও। সেখানে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল সুরক্ষা বাহিনী। 'অগ্নিপথ' নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এখন বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। কিন্তু, বিক্ষোভের নামে হিংসা সবথেকে বেশি হচ্ছে বিহারে। বৃহস্পতিবারই বিহারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনটি ট্রেনে। এরপর শুক্রবার লাকিসরাই জংশন স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি ট্রেনে। পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিও তুলতে বাধা দেওয়া হয়, এমনকি ফোন কেড়েও নেওয়া হয়। ৪-৫ বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাত্রীরা নিজেরাই ট্রেনের বাইরে বেরিয়ে আসেন। অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের বালিয়া রেল স্টেশনে এদিন সকালে জড়ো হয় বিক্ষোভকারীদের ভিড়। সকাল থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ। বালিয়ার জেলাশাসক সৌম্য আগরওয়াল জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতি আটকানো সম্ভব হয়েছে। পাথর ছোড়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আগরতলার পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জলমগ্ন জায়গাগুলি পরিদর্শন করছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

পাঁচ কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার মুঙ্গিয়াকামীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।। পাচার করতে গিয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানা পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণে শুকনো গাঁজা। সেইসঙ্গে আটক একটি গ্যাসের বুলেট গাড়ি সহ গাড়ির চালক এবং সহ-চালক। ঘটনা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের ৪১ মাইল এলাকায় শুক্রবার। খবরে প্রকাশ গ্যাসের বুলেট গাড়িতে করে বহিঃরাজ্যের পাচারের সময় মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশের হাতে আটক বিপুল পরিমাণে শুকনো গাঁজা। আটককৃত গাঁজার পরিমান প্রায় ৫,৩৬৫ কেজি।

জানা যায়, জিরানীয়ার কোন এক জায়গা থেকে এনএল ০২১-৬৮৪৬ নম্বরের গ্যাসের ওই বুলেট গাড়িতে গাঁজা লোডিং করে বহিঃরাজ্যে পাচারের পথে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশের ভেহিকেল চেকিং-এর সময় উক্ত থানা এলাকার ৪১ মাইল এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত হয় গাঁজা। সঙ্গে আটক করা হয় গাড়ির চালক হাবিব আনসারি এবং সহ-চালক সুনীল কুমারকে। তাদের একজনের বাড়ি বিহার এবং অপরজনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া সহ বিশাল পুলিশবাহিনী।

মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত গাঁজা গুলোর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। তাছাড়া তিনি আরও জানিয়েছেন, খোঁজখবর নিয়ে যতটুকু জানা গেছে, এই নম্বরের কোন গাড়ির গ্যাস বোঝাই করার পারমিট নেই। যদিও তদন্ত চলছে। তদন্তক্রমে সমস্তকিছু বেরিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন হচ্ছে জিরানিয়া থানা, চম্পকনগর আউট-পোস্ট, তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি এলাকায় থাকা ট্রাফিক দপ্তরের নাকা পয়েন্ট এবং তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন আরো উঠছে, কিভাবে দুইটি থানা একটি আউটপোস্ট এবং একটি নাকা পয়েন্ট পেরিয়ে অপর একটি থানা পুলিশের হাতে আটক হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা।

পারিবারিক বিবাদের জেরে মারধরে আহত মা ও মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।। পারিবারিক কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে কলহের জেরে কাকার হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছে দশম শ্রেণীর ছাত্রী সহ ছাত্রীর মা ও বাবা। ঘটনার তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানীপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে।

সংবাদে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানীপুর এলাকার বাসিন্দা চন্দন দাস এর সাথে তার ছোট ভাই কাজল দাস পারিবারিক কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।পরে বাকবিতণ্ডা থেকে এক সময় শুরু হয় হাতাহাতি।অভিযোগ কাজল দাস তার বড় ভাই চন্দন দাস এর উপর বাঁশ দিয়ে এলোপাথাড়ি প্রহার করতে শুরু করে। চন্দন দাস এর উপর আক্রমণ হতে দেখে মা এবং মেয়ে দুজনে তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক সময় কাজল দাস স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী তথা ভাতিজি এবং বড় ভাইয়ের বউকেও মারতে শুরু করে। কাজল দাস এর বেধড়ক লাঠির প্রহারে ভাতিজি রিয়া দাস এবং বড় ভাইয়ের বউ শিখা দেব দাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।পরে তিনজনকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই অভিযুক্ত কাজল দাস পালিয়ে যায়।

ইন্দ্রনগরস্থিত ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড এন্ট কন্ট্রোল সেন্টার থেকে আগরতলা জলমগ্ন শহরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

খোয়াইয়ে বিজেপি কিষাণ মোর্চার সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চা খোয়াই মন্ডলের অন্তর্গত প্রতিটি শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার বিকেলে পহরমুরা বৈদ্যনাথ চৌমুহনী এলাকায় খোয়াই মন্ডলের অন্তর্গত কিষাণ মোর্চার ধলাবিল পহরমুরা শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক কিষাণ মোর্চা জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কিষাণ মোর্চা ধলাবিল পহরমুরা শক্তি কেন্দ্র উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলার সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস, বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক তাপস দাস, কিষাণ মোর্চার মন্ডল সভাপতি সমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখরা। এইদিনের জনসভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা কেন্দ্র রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন।এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার বলেন, বিজেপি সরকার এরাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর যে শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হয়েছে সেই শ্রেণীর নাম হল কৃষক শ্রেণী। বিগত সরকারের আমলে কৃষকদের বরাদ্দ বি এল ডব্লিউ স্টোর থেকে সার বীজ কীটনাশক ঔষধ দেওয়া হতো না। কৃষকরা সার বীজ কীটনাশক ঔষধ পেতে গেলে সিপিএমের মিছিল মিটিং সভায় যেতে হবে। মিছিল মিটিং এ যোগদান করার পর সিপিআইএম নেতারা সন্তুষ্ট হয়ে কৃষকদের হাতে স্লিপ ধরিয়ে দিতেন। আর সেই স্লিপ দেখিয়ে সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ পেত কৃষকরা। কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত সার, বীজ কীটনাশক ঔষধ কৃষি সরঞ্জাম ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশর পূর্বে সেখানে কালোবাজারে বিক্রি হতো। যার কারণে কৃষকরা বাজার থেকে চড়া দামে সার, বীজ কীটনাশক ঔষধ কিনতে হতো। তখন সময় সিপিএমের কৃষকদের সংগঠন কৃষক সভার নেতারা কৃষকদের বুঝাতেন কৃষি সরঞ্জাম কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিচ্ছে না। তার জন্য আন্দোলন করতে হবে।

ধর্মনগর পুর পরিষদের ১১ নং ওয়ার্ডে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ধর্মনগর পুর পরিষদের ১১ নং ওয়ার্ডে পাড়ার রাস্তার বেহাল দশায় বিপর্যস্ত জনজীবন। ঘটনা ধর্মনগর পুরো পরিষদ এলাকার ১১ নং ওয়ার্ডে। জানা যায় এলাকার গলি রাস্তাটিতে ৮/১০ টি পরিবারের বসবাস। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে স্কুলপড়ুয়া শিশু, কলেজে পড়ুয়া, অফিস যাত্রী, দিনমজুর সকলেরই বসবাস। পাড়ায় বসবাসকারীদের অভিযোগ এই রাস্তার পাশে কোন জল নিষ্কাসনের জন্য ড্রেন না থাকায় এবং রাস্তাটি বহু আগে পরিকল্পনাবিহীন ভাবে ইট সলিং এর ফলে বর্তমানে রাস্তাটি উপরে মাটি জমে মাটির রাস্তায় পরিণত হয়।গত বাম আমল থেকেই এলাকাবাসী একাধিকবার পুর কর্তৃপক্ষের কাছে এবং স্থানীয় নির্বাচিত কাউন্সিলর এর কাছে লিখিত আবেদন করে ,রাস্তায় জল নিষ্কাশন এর জন্য ড্রেন নির্মাণ এবং রাস্তাটিকে পাকা রাস্তা করার জন্য কিন্তু পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ দিচ্ছি দেবো করে কাটিয়ে দেয়, পাড়াবাসি ভাবল এখন রাম আমলে হয়তো তাদের দুর্দশা দুর হবে। কিন্তু একাধিকবার পুরোপুরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন এবং নির্বাচিত কাউন্সিলর সহ স্থানীয় নেতাদের কাছে একাধিকবার পাড়ায় বসবাসকারী মানুষেরা দুর্বিষহ অবস্থার কথা জানানো হলেও পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। জানা গেছে অল্প বৃষ্টি হলেই জল নিষ্কাশন এর জন্য ড্রেন না থাকায় রাস্তায় জল জমে হাটুজল হয়ে যায়।এছাড়াও অল্প বৃষ্টিতে রাস্তায় কাদা হয়ে যায়, ফলে ছোট ছোট স্কুলপড়ুয়া ,কলেজ পড়ুয়া সহ এলাকাবাসীরা বাড়ি থেকে বের হতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও জল নিষ্কাশন এর জন্য ড্রেন না থাকায় বাড়ির ব্যবহার্য এবং নোংরা জল বাড়ির আশপাশে জমে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলে এলাকাবাসী জানায়। বাড়িঘরের প্রাত্যহিক নোংরা জল নিষ্কাশনের কথা বারবার বাম এবং রাম আমলেও পুরো পরিষদ কর্তৃপক্ষকে এবং স্থানীয় কাউন্সিলরদের লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে জানানোর পরও পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় পাড়াবাসীরা চরম ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে।

বিজেপিকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে তৃণমূলের, দাবি বঙ্গের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। শুক্রবার দুপুরে ধর্মনগর প্রেসক্লাবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক উত্তম বারিক, ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা, নেত্রী জয়া দত্ত, যুবরাজ নগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী মৃণাল কান্তি দেবনাথ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত তৃণমূল নেতা লোকেশ কুমার মুখার্জি এবং ত্রিপুরার তৃণমূল নেতা বাপ্টু চক্রবর্তী। উপনির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মৃণাল কান্তি দেবনাথ এর প্রচারে এসে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের বিধায়ক উত্তম বারিক জানান, ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, রাস্তাঘাট সবকিছুরই খুব করুণ অবস্থা। ২০১১ তে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পর পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা, চিকিৎসা, দুয়ারে সরকার, লক্ষী ভান্ডার, কিষান ক্রেডিট কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী প্রকল্প, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য সব মিলিয়ে ৭৪টি প্রকল্প চালু করে তার সুবিধা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এতগুলি প্রকল্পের সুবিধা পায়, তবে ত্রিপুরার মানুষ কেন পাবে না? রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করলে, তবেই পশ্চিমবঙ্গের মত ত্রিপুরার মানুষ ও সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে লাভবান হবে। ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা জানান রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। নাতুগাও , ঢুপিরবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির খুব বেহাল অবস্থা।এ রাজ্যের আশা কর্মীদের সঠিক কোন বেতন দেওয়া হচ্ছে না।পশ্চিমবঙ্গে আশা কর্মীদের বর্তমান মাসিক বেতন ১৮ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গড়লে প্রত্যেকটি দপ্তরের কর্মীরা তাদের সঠিক বেতন ভোগ করতে পারবে। এই রাজ্যে একমাত্র বিকল্প তৃণমূল কংগ্রেস।তাই ২০২৩ এর নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। তাছাড়া এখন রাজ্যে যে চারটি বিধানসভা এলাকায় উপনির্বাচন হচ্ছে সবগুলোতেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হবে। ছাত্রনেত্রী জয়া দত্ত বলেন, রাজ্যজুড়ে বর্তমান শাসকদল সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। তাই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বদল চায়।যার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের উন্নয়নের রাস্তা মসৃণ হবে। বাপ্টু চক্রবর্তী জানান, এই রাজ্যের উপনির্বাচনে মূলত প্রতিযোগিতা হবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে। উপনির্বাচনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কে কি করে হারানো যায় সেইভাবে কাজ করে চলেছে। কংগ্রেস বা সিপিআইএমকে ভোট দিয়ে ভোটটা নষ্ট না করার জন্য পরামর্শ দেন।

কারণ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দল বিকল্প হতে পারে না। মৃণাল কান্তি দেবনাথ জানান তৃণমূল কংগ্রেস যুবরাজ নগরে সূর্যোদয় ঘটাবে। কংগ্রেস বা সিপিএমকে ভোট না দিয়ে যদি কেউ মনে করে বিজেপিকে ভোট দেবে,তবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সকলের প্রতি আহ্বান জানান তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র বিকল্প তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

তেলেঙ্গানার রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ১৭ জুন।। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রার্থী হওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কথা বলার পর, মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রপতির জন্য তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল তামসিলি সৌন্দরাজনকে প্রার্থী করার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে খবর।সরকারের শীর্ষ সূত্রের মতে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করায় প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, ২০০৭ সালে ইউপিএ সরকার প্রতিভা পাতিলকে দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি করেছিল। যদিও কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি কিন্তু উৎস অনুযায়ী তার নাম কম -বেশি চূড়ান্ত হয়েছে এবং এটি ২৯ জুনের আগে ঘোষণা করা হবে।এদিকে, শাসক দল শীঘ্রই তার শরিক দলগুলির বৈঠক ডেকে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে।

সোনামুড়ায় আগুনে পুড়ল দোকানঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল সোনামুড়ার আড়ালিয়া গ্রামের দোকান। জানা যায় বৃষ্টির দিনেও আড়ালিয়ায় ঘটেছে অগ্নিকান্ড। চান মিয়ার বাড়িতে নিজস্ব দোকান ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার আনুমানিক ১টা নাগাদ সোনামুড়া থানাধীন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডের চান মিয়ার বাড়ির পাশের দোকানে হঠাৎ আগুন দেখতে পায় পথচারীরা। বাড়িতে ছিলনা কেউই। আশংকা করা হচ্ছে বিদ্যুৎ এর সর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানটি। অল্পের জন্য রক্ষা পেল বসত ঘরটি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।